আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক সম্পাদিত

ঊর্মি-২

একগুচ্ছ প্রেম

ঊর্মি-২
একগুচ্ছ প্রেম

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

সম্পাদনা সহযোগী

মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ

মেঘলা জান্নাত

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি প্রেস
বাড়ি-১৪, রোড-২৮, সেক্টর-০৭, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

প্রকাশকাল : অক্টোবর-২০১৯
প্রকাশনায় : এশিয়ান ইউনিভার্সিটি প্রেস
গ্রন্থস্বত্ব : এইউবি
প্রচ্ছদ : ড্যানিয়েল ল্যামবার্ট
অলংকরণ : রাজু মৃধা

পরিবেশক

- দেশে
* কথামালা
* ভিন্নমাত্রা প্রকাশনী
* পাতা প্রকাশনী
* চলন্তিকা
* নোলক
* গল্পকার

- বিদেশে
* বাকচর্চা (কলেজস্ট্রিট, কোলকাতা)

আমেরিকায় পরিবেশক
মুক্তধারা, জ্যাকশন হাইটস,
নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন,
লন্ডন, যুক্তরাজ্য।

শুভেচ্ছা মূল্য
২৬০ টাকা,
২৪০ রুপি, ৮ ইউএস ডলার, ৭ পাউন্ড

Price
Taka 260,
Rupi 240, US Dollar 8, Pound 7

মুদ্রণ:
মাহির প্রিন্টার্স
২২৪/১, ফকিরেরপুল (১ম গলি) ঢাকা-১০০০।
মোবাইল: ০১৭১৫-৬৯৬৯৮৪

ঊর্মি-২
একগুচ্ছ প্রেম

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

ISBN: 978-984-94372-2-2

ঘরে বসেই বই পেতে অর্ডার করুন : ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১
অথবা লগ অন করুন : www.rokomari.com

দু'টিকথা

হাঁটিহাঁটি পা পা করে এশিয়ান সাহিত্য পরিষদ ২য় বর্ষে পদার্পন করলো। শুরু থেকেই তা অর্জন করেছে অভাবনীয় সফলতা। ঘটা করে এর শুভযাত্রা এবং নিয়মিত সাহিত্য আড্ডার কারণে দেশ এবং দেশের বাইরে ইতোমধ্যেই সুনাম কুড়াতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে হয়। এ সুনাম ও সফলতার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই।

যাত্রা লগনেই সাহিত্যপ্রেমীদের আনন্দ ধ্বনি দেশের গণ্ডি পেরিয়ে দার্জিলিং থেকে কলকাতা হয়ে দিল্লী পেরিয়ে আলিগড় ছুঁয়েছে। এসব এলাকার দূর দূরান্তের কবিরা জন্মের দিনই জন্ম উৎযাপন করতে এসেছেন; তাঁরা প্রথম সাহিত্য আড্ডায়ই অংশ গ্রহণ করে কবিতার আনন্দ বাঁশি বাজিয়ে দেন।

কোন শিশু হামাগুড়ি না দিয়ে একবারে যে দাঁড়াতে চেষ্টা করতে পারে, তার অনন্য উদাহরণ হয়তো এশিয়ান সাহিত্য পরিষদ। যেমন, প্রথম আড্ডাটিই জমেছে দারুণ। যেনো সে জন্ম লগ্নেই মাথা উচুঁ করে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে প্রাণপণে। দ্বিতীয়, প্রতি মাসের প্রথম শনিবারে যে নিয়মিত সাহিত্য আড্ডাটি হয়, তাতে রোগ শোকের চিহ্ন দেখা যায়নি তেমন, সবকয়টিই পূর্ণতায় উদ্ভাসিত ছিল। তৃতীয়, প্রায় প্রতিটি আড্ডায় কোন না কোন দেশের বরেণ্য কবি-সাহিত্যিকগণ উপস্থিত হয়েছেন। চতুর্থ, এ আসর এমন একঝাঁক কবিকে আকর্ষণ করতে পেরেছে, যাঁরা নিয়মিত কাব্যরস বিলাতে এবং উপভোগ করতে আসেন, যাঁরা একটি সাহিত্য আড্ডায়ও উপস্থিত না থেকে পারেননি। পঞ্চম, আড্ডায় দেশ বরেণ্য বাচিকশিল্পীগণ তাঁদের বচন শিল্প উপস্থাপন করেছেন। ষষ্ঠ, এশিয়ান সাহিত্য পরিষদের আড্ডা হলো নতুন পুরাতনের এক আনন্দনঘন মিলন মেলা। সপ্তম, ক্ষুদে শিশু

শিল্পীদের আবৃত্তি ও গুঞ্জরণ এ মিলনমেলাকে আরও মুখরিত করে ক্ষণে ক্ষণে। অষ্টম, ইচ্ছে মতো স্বাধীনভাবে চা, পানি খেতে খেতে পাখিদের কলতানে মুখরিত থাকে এ আসর। নবম, প্রতি আড্ডা উপলক্ষে কবিগণ নতুন কবিতা রচনায় মগ্ন থাকেন। দশম, ভাষা দিবস উপলক্ষে ঊর্মি-১, একুশের কবিতা সংকলন প্রকাশ করেছে, যা শতজন কবির কবিতায় ভরপুর।

এ যৌবনময়ী সংগঠন আজ জন্ম দিলো আরেকটি নবজাত শিশু 'ঊর্মি-২ ঃ একগুচ্ছ প্রেম'। কাব্য মানেই প্রেম, কবি মানেই প্রেমিক। এ প্রেমের ঊর্মি শতাধিক কবির হৃদয়-নিংড়ানো প্রেম বিলাবে জনে জনে, মনে মনে, আকাশে-বাতাশে, সর্বত্র। প্রেমের এ ডালি সাজাতে অক্লান্ত প্রেম দিয়ে যাচ্ছেন কবি মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ ও কবি মেঘলা জান্নাত।

যাঁরা অতি যত্নে এ শিশুকে যৌবনে পৌঁছে দিয়েছেন, সেসব কবি সাহিত্যিক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে উষ্ণ অভিনন্দন, কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। চলুন হাতে হাত রেখে এগিয়ে যাই ধন-ধান্যে কাব্য-সাহিত্যে সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণে।

সংকলনটি সযত্নে প্রকাশের চেষ্টা করেছি, তবুও ভুল ও গলদ দু'ই হয়তো বিদ্যমান। তাই সম্মানিত পাঠকবৃন্দ আমাদেরকে তা জানালে সানন্দে গ্রহণ করবো বলে আশ্বাস দিচ্ছি।

বিনীত

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

সূ / চি / ক্র / ম

অ

অধ্যক্ষ নূর এ. খান	- আত্মান্তরি	১১
অসীম সাহা	- অমৃত গরল	১২

আ

আইনুননাহার মজুমদার লুবনা	- অন্ধত্বের ছায়া	১৩
আইরিন কাকলী	- প্রেয়সির প্রাসাদে লেপ্টে তেল রঙ প্রেম	১৪
আ খ ম মাহফুজুর রহমান	- ঠিকানা	১৫
আজমেরী সুলতানা সাথী	- বন্ধু	১৬
আবু জাফর দিলু	- উঠোনে এখন কৃষ্ণপক্ষ রাত	১৭
আবু রাইহান	- আবছায়া	১৮
আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক	- একগুচ্ছ প্রেম	১৯-২০
আনজানা ডালিয়া	- ভালোবাসার ছোঁয়া পেয়ে	২১
আ ন ম রফিকুল রশীদ	- প্রেম আর বিয়ে	২২
আনোয়ার আল ফারুক	- আমি তোমাকে চাই	২৩
আনোয়ার হোসেন বাদল	- অনন্দ অসুখ	২৪
আরজু আহমেদ নোমানী	- প্রাক্তন কবিতারা এখনো তোকে খোঁজে	২৫
আলেয়া আরমিন (আলো)	- মন ভালো নেই	২৬
আলাউদ্দিন হোসেন	- শরৎকাল	২৭
আমির বিন সুলতান	- ভূস্বর্গ	২৮
আমির হামজা	- মানুষের পৃথিবীতে স্বাগতম	২৯
আহমেদ কবীর হিমেল	- বহুরূপী	৩০
আহমেদ কায়েস	- নুরুকাকা	৩১
আহমেদ মুনীর	- তোমাকে ভাবতেই	৩২
আহমেদ শরীফ শুভ	- আমি আজ শূন্য	৩৩

ই

ইকরামুজ্জামান (বাতেন)	- গোলাপের মতো	৩৪
ইমরান খান রাজ	- কর্মঠ হও	৩৫
ইমরোজ সোহেল	- কুসুম	৩৬
ইশতিয়াক হোসেন	- ভালোবাসা	৩৭

উ

উম্মে খায়ের চৌধুরী - চাঁদ উঁকি দেয় ছাদে ৩৮

এ

এ বি এম সোহেল রশীদ - দ্বিধার দেয়াল ৩৯

এম তুহিন - বোধ ৪০

এরশাদ হোসেন বিজয় - মানুষ হয়ে বাঁচতে চাই ৪১

এস এম গোলাম রাব্বানী - আমি যদি মানুষ না হতাম! ৪২

এস এম মনসুর নাদিম - বালিকা তুমি ৪৩

ক

কাওসার পারভীন - ধোঁয়াশা ৪৪

কাজী আতীক - স্থিতিস্থাপকতা সীমাহীন নয় ৪৫

কামরুজ্জামান লিটু - বাংলার স্বাধীন সত্ত্বা ৪৬

ক্যামেলিয়া আহমেদ - দীর্ঘপথ ৪৭

গ

গৌরি শঙ্কর দাস - মাধবীলতা ৪৮

জ

জয়ন্ত বাগচী - কঙ্কাল ৪৯

জাকির আবু জাফর - অদ্ভুত স্বপ্নের ভেতর ৫০

জি এম এ হামিদ আল মুজাদ্দেদী - সবই আজ ক্ষত বিক্ষত ৫১

জেসমিন জাহান - এক অন্য তুমি ৫২

ত

তপন - অ্যাচোট ৫৩

তাইসির রেজা - ভুল ৫৪

তাহমিনা তানি - স্বাধীন দেশের দর্পন ৫৫

তুলি আলম - নির্লিপ্ত শকুন ৫৬

তৈমুর মল্লিক - কবিতা নয় ৫৭

তৌহিদ হোসাইন মজুমদার - কলমজীবী ৫৮

দ

দালান জাহান - একলা আকাশের মতো একা ৫৯
দিপাশ আনোয়ার - তুমি বন্ধু হবে? বন্ধু! ৬০
দিলরোজ আফসানা - সীমানার এপারে ওপারে ৬১
দীলতাজ রহমান - চির অভিশাপ ৬২

ন

নন্দিনী খান - আত্মরোদন ৬৩
নাঈম মাহমুদ মিথেল - চন্দ্রমুখী ৬৪
নাজমুল হুদা - গবেষণাগার ও লাভবান খামারী ৬৫
নাসরিন ইসলাম - হে অধরা ৬৬
নাসরিন জামান - হৃদয়ের চিত্রপটে ৬৭
নাসরিন সিমি - আকাল বোধনের কাব্য ৬৮
নাসরিন পারভীন ঝক্তা - মায়া ৬৯
নাহিদা নাহিদ - আজ এবং আগামীর মুক্তিফৌজ: মনে রেখো ৭০
নির্মলেন্দু গুন - বাল্মীকি ও শূর্পণখা ৭১
নিল হাসান - আমি তোমার জন্য ৭২
নীলুফা জামান - অবয়ব ৭৩
নূরহাসনা লতিফ - প্রতিপলে, প্রতিক্ষণে ৭৪
নূরুননাহার নীরু - আমার সাদা শাড়ি ৭৫

প

পপি ইসলাম - অদ্ভুত মন্ত্রবলে ৭৬
পল্লবী পান্ডা - ঝিনুকের টানে ৭৭
প্রিয়াংকা খান - আমি ৭৮

ফ

ফলক - মরণ বড়ো প্রিয় ৭৯
ফরিদা ইয়াসমিন - শিকলে বাঁধা মন ৮০
ফাইজুল ইসলাম নয়ন - অভিমান ৮১
ফাতেমা সাইফুল বীনু - ভুলে না হৃদয় ৮২

ব

বাদল মেহেদী - কাঞ্চনজঙ্ঘা ৮৩

ম

মহিউদ্দিন হেলাল - অন্য দেশে যা ৮৪

মাহবুব খান - সোনালী সেফটিপিন ৮৫

মাহমুদ তালুকদার - আমার এ বাংলাদেশ ৮৬-৮৭

মাহবুবা ফারুক - আত্মবিশ্বাস ৮৮

মাহমুদুল হাসান খান - তবুও ভালোবাসার স্বপ্নরা জাগে! ৮৯

মাহফুজার রহমান মণ্ডল - দু'নারীর ভালোবাসা ৯০

মিজানুর রহমান - চিরবন্ধন ৯১

মিনহাজ নরুজল - হৃদয় চৌচির ৯২

মুহম্মদ নুরুল হুদা - উড়াল কুমার উড়াল কুমারী ৯৩

মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ - একটি শোক সংবাদ ৯৪-৯৫-৯৬

মেঘলা জান্নাত - আহ্লাদী সংসার ৯৭

মোঃ মহসীন মিঞা - প্রেয়সী ৯৮

মোঃ সামসুল আরেফিন - চোখ ৯৯

র

রফিক মুহাম্মদ - পিচ্ছিল পথ ১০০

রাজিব রেনে - মধ্য রাত্রির মাতাল বয়ান ১০১

রাজিয়া সুলতানা - ভালোবাসাহীন জীবন ১০২

রিফাত নিগার শাপলা - গ্রহণ ১০৩

রিলু রিয়াজ - আমি তোমাকেই দেবো ভোট ১০৪

রেজাউদ্দিন স্টালিন - গোপনীয়তা ১০৫

রেবা হাবিব - অনুভব ১০৬

রেবেকা রহমান - ধানসিঁড়ি ১০৭

রোকেয়া ইসলাম - অত:পর ধ্রুবতারা ১০৮

ল

লুৎফর চৌধুরী - জাতি জাগে সংস্কৃতির স্কন্দে ১০৯

শ

শ. ম. জামান	- গেলাম অথবা ফিরলাম	১১০
শরীফ উল্যাহ	- বিবর্তন	১১১
শাহানারা ঝরনা	- যায় হারিয়ে	১১২
শাহানা রশীদ শানু	- পৃথিবী ভেসে যায় ভরা পূর্ণিমায়	১১৩
শামীম পারভেজ	- ছোট একটি মশা	১১৪
শামসুল বারী উৎপল	- পরিবর্তন	১১৫
শাহীন ভূঞা	- শরতের রাত	১১৬
শাহীন রেজা	- স্বীকারোক্তি	১১৭
শিউলি আখন্দ	- এসো নিবিড় নৈকট্যে	১১৮
শিফফাত শাহারিয়ার	- মানুষ তো	১১৯
শেখ সাদী মারজান	- আয়না	১২০

স

স.ম. শামসুল আলম	- স্তব্ধতা তুমি অচঞ্চল হও	১২১
সজীব মোহাম্মদ আরিফ	- ভালোবাসার স্বর্গ শহর	১২২
সালমা খানম	- বিরহী বিষণ্নতা	১২৩
সায়লা সুলতানা সুমি	- শরতের নীল জোছনায় দু'জন দু'জনা	১২৪
সৈয়দ আজিজ	- দূর্ণিবার	১২৫
সোনিয়া কাদের	- ফিরে দেখা	১২৬
সোহেল মল্লিক	- বিশ্বাস	১২৭
সোহেলী পারভীন মুক্তা	- অনন্ত বিরহ	১২৮
স্বরুপ মন্ডল	- সিঁদুরে মেঘ	১২৯

হ

হাসিনা আহমেদ	- শুভ্রতার প্রতীক	১৩০
হাসিনা ইসলাম সীমা	- পাখিরে তুই	১৩১
হালিম নজরুল	- অপসৃত ছায়া	১৩২
হারুন অর রশীদ হিটলার	- এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ নয়	১৩৩
হৃদয় লোহানী	- সুখি	১৩৪
হুমায়ুন আইয়ুবী	- আমি ঘুমিয়ে থাকি আমার কবরে	১৩৫
হোসনেয়ারা বেগম	- আমিতো ছিলাম	১৩৬

আত্মম্ভরি

অধ্যক্ষ নূরে এ. খান

তুমি তো তুমিই, তোমার মাঝেই কি আমি?
বিশ্বাস সে তো জন্মের আগের চিহ্ন,
প্রতিদিনই কি তা কাটে?
সম্পর্ক যত গভীর হোক না কেন,
স্বার্থের কাছে সে পরাজিত।

একদা শুয়ে শুয়ে তোমার শিশুকাল দেখতাম,
দুপুর গড়িয়ে বিকেলে তোমাকে ঘাসবনে শুইয়ে দিতাম।
পুকুরে হাঁসের সাথে, তোমাকে সাঁতার কাটাতাম।
একদিন একটি বাচ্চা হাঁসের মতো পথ হারিয়ে কাঁদছিলে,
তোমাকে তুলে মায়ের মতো বুকে নিলাম,
বাবার মতো পিঠে করে আমিই নেমে গেলাম সাঁতরাতে।

শুয়ে শুয়ে দৌড়াতে লাগলাম
ওমা একি!
তুমি তো আমার চেয়ে বেশ জোড়ে দৌড়াও,
হঠাৎ দেখি তুমি কাদায় আটকে আছো?
সারারাত অন্ধকারকে সাথী করে,
তোমাকে ভোরের সূর্য দেখালাম।

পৃথিবীর নামই স্বার্থপর
স্বার্থপরতার আরেক নাম তুমি!
তবে কি তুমিই পৃথিবী?

ফড়িং খুবই পছন্দ তোমার,
বলতে বলতে কেঁদে দিলে।
আমি পেছনে ফিরে ছুটতে ছুটতে
একটি নদীর সামনে এসে থমকে গিয়েও,
পাড়ি দিয়ে এসে দেখি তুমি আত্মম্ভরি!

অমৃত-গরল

অসীম সাহা

জ্যোৎস্নাকে ফেরাতে নদী ছুটে যাচ্ছে সমুদ্রের কাছে!
টাইটানিক গতি তার।
ডুবে যাচ্ছে বেদনার তীব্র অনুরাগ।
বেকুব বাতাস এসে ফণা তুলছে কল্লোলিত সাম্পানের গায়
তরমুজের ফালির মতো নিস্তরঙ্গ
আলোর বল্লম ভাঙছে সমুদ্র-জোয়ার!
বালুচর উড়ে যাচ্ছে আকাশের দৃষ্টিসীমানায়।
এ এক বিস্ময় বটে!
পাখিদের ডানার সংকট নিয়ে গবেষণারত আজ
শত শত অজানা আকাশ।
আকাশের পিএইচডি নেই! তা হলে কী দাম আছে তার?
কিছুই না থাকে যদি
তবে তাকে কাজ দাও
উর্ধ্বপানে নির্বাক তাকিয়ে থেকে
আকাশ-সঙ্গম নিয়ে তৈরি হোক রিসার্চ ওয়ার্ক;
মোটর গ্যারেজের নীচে কর্মরত টোকাইয়ের
কাছ থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হোক;
পাঠ হোক সীতানাথ বসাকের আদর্শলিপি।
সব সত্য পূর্ণ হোক, নদী যাক সমুদ্র-সঙ্গমে।
পৃথিবীর নীল রঙে পান হোক অমৃত-গরল!

অন্ধত্বের ছায়া

আইনুননাহার মজুমদার লুবনা

কাঁদছে বোন ইজ্জৎ হরণে
দৃষ্টি হীন নেশার জ্বালা
দেশ কাঁদে রক্তক্ষরণে
বস্ত্র হরণ করে ঐ শালারা।

নির্লজ্জ অসৎ শোষণ
শিশুর ইজ্জত করছে শেষ
নারীর করে সম্ভ্রম হরণ
এটাই হলো স্বাধীন দেশ।

হায়নার মত ছুটছে তারা
নারীর শরীরে পড়ছে ঝাঁপিয়ে
ধর্ষণকারির একি ধারা
রুখে দাঁড়াও দেশটা কাঁপিয়ে।

দেহ শরীরটা নিচ্ছে কেঁড়ে
নারীর শরীরে জলন্ত আগুন
ধর্ষণকারী গেছে বেড়ে
ধর্ষণ করে চলছে দ্বিগুণ।

নীতি কথায় মঞ্চ ভাসায়
ধর্ষণকারীকে চিহ্নিত কর
মননে ইতড় বিশ্রী ভাষায়
দুই চারটা প্রকাশ্যে ধর।

সব ধর্ষণকারীকে কুপিয়ে মার
প্রকাশ্যে বিচরণ করছে তারা
ইজ্জৎ লুণ্ঠন দস্যুকে কেন ছাড়
ধর্ষণের জালায় আত্মহারা।

প্রেয়সীর প্রাসাদে লেপ্টে আছে তেলরঙ প্রেম

আইরীন কাকলী

আহত অট্টালিকা হিমালয়ে কাঁদে সারাংশ মেঘ,
লালঝুঁটি মোরগ চিৎকার করে করে
চিত্তশুদ্ধি করতে বদ্ধপরিকর।
আকুঞ্চন অন্তর্বিরোধে প্রাচীন সম্মোহনের
অন্তরীপে স্মৃতি আবিষ্ট হয়
কাশফুল তুলতুলে ঠোঁট।
শ্যাওলাঘন পাহাড় বেয়ে উঠে
দুরারোগ্য স্বপ্ন গিরগিটি চোখ।
স্বপ্নটা আকাশকুসুম না হয়েও
নিয়তির সমুদ্র স্রোতে ভেসে যায় রোজ।
কৌতুহলি পরিচর্যার মাপকাঠিতে
পাললিক প্রেম সাজে রাজকীয় মুকুটে।
মধ্যযুগীয় ঐশ্বর্যে ঐশ্বরিক প্রেমের
পতন হয় নিঃশব্দ ঘৃণার চোখে।
রক্তাক্ত অথচ পবিত্রতার প্রতীক
প্রেমের সে চিত্রকর;
প্রাণের স্পন্দন স্তব্ধ করে তিনি
চিত্তশুদ্ধি করেছিলো প্রেয়সীর প্রাসাদে।
প্রাসাদের বাগানে....
শ্বেত পাথরের পরিত্যক্ত বদ্ধ ফোয়ারায়,
দেয়ালে দেয়ালে তার সে ভালোবাসার নিঃশ্বাস
আজও লেপ্টে আছে
মৌলিক গল্পের অবহেলিত
অবশিষ্ট কিছু তেলরঙের আস্তরনে।

ঠিকানা

আ.খ.ম. মাহফুজুর রহমান

আমার নেই কোন ঠিকানা, নেই কোন সীমানা,
আমি কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাব জানি না।
সমস্ত পৃথিবীটা আমার ঠিকানা, পুরো জগৎটা বাসস্থান,
পুরো পৃথিবীতে আমি ঘুরে বেড়াই, সবখানে আমার স্থান।

কোথায় ফেলিব জীবনের নোঙ্গর, কোথায় হবে আমার ঠাঁই,
আমি এক ভবঘুরে, আমার নেই স্থায়ীত্ব, ঠিক যেন যাযাবর।
আমার জীবনটাই যে বৃথা, আমি কি পেয়েছি সাফল্য বা জয়?
সাফল্য পেতে হলে সব বাঁধা পেরিয়ে ভয়কে করতে হবে জয়।

তুমি কি, তুমি কে, কোথায় তোমায় যেতে হবে চিরতরে?
তুমি নিজেকে নিজে প্রশ্ন কর উত্তর আছে তোমার ভিতরে।
নিজের মনকে প্রশমিত কর অপরের প্রতি হও যেন উদার,
তোমার যে এক স্রষ্টা আছে, চেষ্টা কর তার রহস্য জানার।

স্রষ্টার সৃষ্টি জগতে এসেছ তুমি একা সৃষ্টিকর্তার ইশারায়,
এই জগতে তোমার জীবন বাঁচবে, জীবন চলবে তারই করুণায়।
তোমাকে একাই লড়তে হবে এই ধরায়, যদিও পথ তোমার অজানা,
একদিন সবকিছু ছেড়ে গিয়ে, কবর হবে তোমার আসল ঠিকানা।

বন্ধু

আজমেরী সুলতানা সাথী

ফিরে এসো শতরূপে শতবার,
হে বন্ধু আমার-
স্মৃতির দেয়াল ঘেরা ছাঁদে,
শত ব্যস্ত কাজের ফাঁকে।
কত মুখরিত আলাপচারিতায়-
ছিলো মধুর সে ক্ষণ,
স্মৃতিরা আমায় যেন,
পিছু টেনে নিয়ে যায় প্রতিক্ষণ।
বন্ধু তুমি প্রেমে হও একাকার,
ভালোবাসায় পুড়িয়ে করো ছারখার,
বিরহের অনলে করো দগ্ধ,
তবু তোমায় পেতে হয়,
এ মন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
তুমি মমচিত্তে বাজাও বাঁশরি-
সে সুর বড়ই মাতোয়ারি,
মেতেছি আমি সে সুরে,
সাজিয়েছি মন, অপরূপে।
বন্ধু সেতো অন্তরীক্ষের আপনজন-
আসতে হবে ফিরে,
শতরূপে, শতবার-
শুধু আমায় ভালোবেসে।

উঠোনে এখন কৃষ্ণপক্ষ রাত

আবু জাফর দিলু

কেন যে সকল হৃদয়ে জমেছে ধূসর শ্যাওলা?
উঠোনে এখন কৃষ্ণপক্ষ রাত না জানি কোন সে
তাড়নায় বড্ড বেশি ভীরুতার ছায়া খেলে বুকে,
সুনীল আকাশ প্রলয়ী মেঘের মুঠোয় মলিন !
নারঙ্গির বনে জোছনা আহত বুক চেপে কাঁদে,
সমুদ্রের তলদেশ ফুঁড়ে উঠে আসে রাঁজহাস
নীল বেদনার ডানা ঝাপটায় ভগ্ন কিনারায়,
পূবাকাশ মুখে পথিক কেবলি আঁধার ডিঙায় !
হে আকাশ, হে সমুদ্র, হে জমিন ওহে প্রিয়তমা
আমি এই পৃথিবী চাই নি এত্তসব বিদঘুটে !
যেখানে মানুষ রক্তের ভিতর নগ্ন স্বপ্ন দ্যাখে,
যেখানে দাহন রুদ্র ছায়া ফেলে দূর করে পথ,
এমন কি দরজা খোলার সাহস হিমাঙ্কে নামে,
নিরামিষ বসবাস হয়ে যায় সীমানার গণ্ডি!
সময়ের অন্তরালে কালের কঠিন মানুষেরা
আঙ্গুল উঁচিয়ে থাকে দুর্বাঘাসে, কে চিনাবে তাকে?
আমি জানি, মাটি খুঁড়ে একদিন উঠে আসবেই
শেকড় প্রেমিক অদৃশ্য কুটিল হিসেব চুকাতে।

আবছায়া

আবু রাইহান

সারাক্ষণ আমার চারপাশ
অলৌকিক কুয়াশার মতো আবছায়া
আমার দৃষ্টির সীমানাকে ধূসর করে রাখে!
সব মানুষের অবয়ব একই রকম
ধোঁয়াশা এবং রহস্যময় মনে হয়!
তাই এখন তোমাকে আর আমি
ঠিকঠাক চিনতে পারি না!
আমার সামনে দিয়ে স্থিরচিত্রের মত
মানুষেরা হেঁটে যায়!
তাদের প্রত্যেকেরই আলাদা নাম ঠিকানা আছে!
কিন্তু তাদেরকে কেন যে শুধু মানুষমাত্র মনে হয়
তা ঠিক বুঝতে পারি না!
ছায়া দেখে নারী ও পুরুষের আলাদা বৈশিষ্ট্য আন্দাজ করি!
এই ঘোর লাগা বিভ্রমের কারণে
কাউকে নাম ধরে ডাকতে পারি না!
তোমাকে মনে মনে চিত্রকল্প দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি!
এখন আমি চেহারার বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে
মানুষকে মানুষ হিসাবে চেনার চেষ্টায় রত আছি!

এক গুচ্ছ প্রেম
আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

এক.
ক্লোনিং চলে আজ
নর নারী সবার
ক্লোনিং চলে না
শুধুই তোমার।

দুই.
আজি তোমাকে দেবো উপহার
মায়াবী কবিতার এক সমাহার
লিখে লিখে রাত যায় বয়ে
সে লেখা ফুটে তোমার ছবি হয়ে।

তিন.
তুমি যদি ক্ষত হও হৃদয় ভরে
যতনে রেখে দেব আদর করে
ক্ষত নিরাময় চাই না আমি
তা হলে যে হারাও তুমি।

চার.
কতো যে ভালোবাসি বুঝাতে পারি না
হৃদয়ে শুধুই তুমি দেখাতে পারি না
আই লাভ ইউ সো মাচ্
মেরা পিয়ার হ্যায় ছাচ্।

পাঁচ.
প্রেম মানে ত্যাগ
ত্যাগ নেই
প্রেম নেই
আছে ছলনার ব্যাগ।

ছয়.
যাতে তুমি খুশি হও
তেমনি আমায় সাজিয়ে নাও
যাতে তুমি নও খুশী
তা থেকে ফিরিয়ে নাও।

সাত.
তুমিই শেখালে ভালোবাসা
রক্ত গোলাপের পাপড়িতে ঠাসা
রেণুতে মুখরিত রঞ্জিত কায়া
সে যে তোমারি ছায়া।

আট.
ভালোবাসার চোখ আছে
তবু তা অন্ধ
তোমার জন্যই খোলা এ দ্বার
সবার জন্য বন্ধ।

নয়.
ধুক ধুক বুকে বাজে তোমারি নাম
হৃদয়ের পরতে অংকিত সেই নাম
হৃদয়ে সে নাম বাজে ধুম ধাম
হাম তুম হাম, সুবেহ্ শাম।

দশ.
তোমাকে পেলে হৃদয় নাচে
সব হারালেও জীবন বাঁচে।
তোমাকে হারালে প্রাণ কাঁদে
ধরা পড়েছি তোমার ফাঁদে।

এগার.
প্রেম মানে
ঘুমিয়ে পড়বে না
নিদ্রার স্বপনে
মধু পাবে না।

বার.
গহীন রাতে ফুলশয্যা
গোপনে ডাকো এতো লজ্জায়
দেইনি সাড়া এই শীতে
পারিনি তবু মধু নিতে।

ভালোবাসার ছোঁয়া পেয়ে

আনজানা ডালিয়া

চোখের তারায় ধুসরতা,
হাজারটা প্রশ্ন উড়ে বেড়াচ্ছে।
ঘুড়ে বেড়াচ্ছে মন তোমার
কোন অতলান্তে!
দুহাতে মুঠোয় ছড়িয়ে দিলে
ভালোবাসার সোনাঝুরি।
অন্য মনে মিশে গিয়েও।
বিনি সুতোর বিচ্ছেদগুলোকে
গেঁথে দিলে পরম সুতায়।
মোমের পুতুলটার কাজল আঁকা
চোখগুলো ভালোবাসার ছোঁয়া পেয়ে
জ্যান্ত হয়ে জ্বলজ্বল করছে।
হাসির ও মালা গাঁথা হলো
এপার ওপার সাঁকোতে।

প্রেম আর বিয়ে

আ ন ম রফিকুর রশীদ

সুতো সুইয়ে ঝুলে নাকি সুই ঝুলে সুতোয়;
সেলাই মেশিন বুঝে, বুঝে না দর্জি।
জৈবিক ভূমে সবাই একই ফসল বুনে;
কোনটা প্রেম, কোনটা ধর্ষণ ; ভূমি বুঝে, বুঝে না কৃষক।
প্রেম মানবীয় গুণ, ত্যাগ তিতীক্ষায় সম্মৃদ্ধি।
বিয়ে শারিরীক চুক্তি, শর্তের বেড়াজালে বন্দি।
প্রেম অবিনশ্বর, ধরাছোঁয়ার উর্ধ্বে,
বিনে হাওয়াই বেলুন, দ্বিধাদ্বন্দ্বে চুপসে।
যার কলঙ্ক তার; স্বামী-স্ত্রী ভাগ করে না পাপের ভার,
প্রেমিক প্রেমিকায় বাড়াবাড়ি, কে আগুনে পুড়ে কারে দেবে স্বর্গে ঠেলি।
প্রেম আর বিয়ে, কোনটা স্বর্গীয় কোনটা পার্থিব;
জানে প্রেমিক, জানে না দম্পতি।

আমি তোমাকে চাই

আনোয়ার আল ফারুক

তাবৎ দুনিয়ার সুখ আমাকে হাতছানি দিয়েছিল
দুনিয়ার ভোগবস্তুকে আমার চোখে জৌলুস করে তুলছিল,
তবুও আমি সেটা চাইনি, আমি শুধু তোমাকে চেয়েছি,
আমি অহর্নিশ মজেছি তোমার প্রেমে।
আমি আমার সিনায় তোমার পবিত্র নামটি অঙ্কিত করে রাখছি অত্যন্ত সঙ্গোপনে,
আমার শিরা উপশিরায় আর ভাবনায় ধ্বনিত হয় কেবল তোমারই নাম
তোমার প্রেমে মজে আমি কুসুমাস্তীর্ণ পথকে তালাক দিয়ে
স্বেচ্ছায় কন্টকাকীর্ণ পথকে বেচে নিয়েছি,
সুখকে বিদায় দিয়ে দুখকে করেছি চির সাথী,
ক্ষুধা দারিদ্রতায় নিমজ্জিত হয়েছি স্বপ্রণোদিত হয়ে, যেমনটা স্বেচ্ছায় কারাবাস।
আমি কখনো ডানে বায়ে কিংবা সামনে পিছনে তাকাইনি, আক্ষেপের দহনেও জ্বলিনি,
আঘাত প্রতিঘাত চড়াই উৎরাইয়ে আমি মুচড়ে পরিনি কেবল তোমাকে পেতে।
তুমি যদি চাও আমি চির যাযাবরি জীবনকে স্বাগত জানিয়ে
সাত সমুদ্দুর তেরো নদীও পাড়ি দিতে পারি কিন্তু পারব না তোমাকে হারাতে,
আমি তোমাকে চাই হে আরশের অধিপতি।।

অনন্ত অসুখ

আনোয়ার হোসেন বাদল

ভেতরে অন্ধকার রাত জোনাকির মুখ
কেমনে ঢাকিবে ঐ বুক
আলো চাই, ভালোবাসা
প্রাণেতে অসুখ?
বেদুঈন কন্যা একা হারিয়েছে উট
কাফেলা গিয়েছে ছেড়ে তৃষ্ণার্ত কলিজা
তার চাই ওয়েসিস প্রশান্তির ছোঁয়া!
আমারও পরাণ ভরা আগুনের ধোঁয়া।
জল চাই, জল নাই জ্বলে হিয়া মোর
অথচ মনের ঘরে সিঁদ কাটে চোর।
ভেতরে বেহুলা ঘুমায় বাহিরেতে আমি
কী বেদনা ওই মনে জানে তার স্বামী।
ঘুরেছি অসুখ মনে দেশ দেশান্তর
কেউ বাঁধেনি বুকে
গৃহহারা পাখি
আজও তাই বুক জুড়ে অনন্ত অসুখ।

প্রাক্তন কবিতারা এখনো তোকে খোঁজে...

আরজু আহমেদ নোমানী

জানিস, তুই হারিয়ে যাওয়ার পর মনে হয় কতশত ছায়াপথ ধরে
এগিয়ে আসছে না বলা শব্দরা,
ফিসফিস করে প্রাক্তন কবিতা জাপটে ধরেছে আমার ব্যথাতুর হৃদয়!
তুই জানবি ই বা কী করে,
তুইতো কবেই দিগন্ত রেখা ছাড়িয়ে হারিয়ে গেছিস দূরদূরান্তে...
আজ খুব ইচ্ছে করছে তারাদের সাথে খুনসুটি করতে-
তোর হারিয়ে যাওয়া পথঘাটগুলো ওরা খুব ভালো করেই চিনে;
আমার কবিতার শব্দরা এখন নিশ্চিন্তে ঘুমায় আমার মাথার পাশে,
আমি শুধু কল্পনার তোকে জড়িয়ে পার করে নিই তিন আলোকবর্ষ!
তুই জানিস না,
তোর হারিয়ে যাওয়ায় আমার প্রাক্তন কবিতারা বিলাপ করে সারাদিনমান!

মন ভালো নেই

আলেয়া আরমিন (আলো)

আজ আমার মন ভালো নেই
অদৃশ্য দাবানলে পুড়ছি
অচিন বিষাদে নীলাভ হৃদয়
চিনচিন ব্যথায় মরছি।
আজ আমার মন ভালো নেই
অনুভূতিগুলোও সব মৃতপ্রায়
ঢেউহীন নোনা নয়ন নদী
জ্বলে যাচ্ছে অশ্রুহীন কান্নায়।

আজ আমার মন ভালো নেই
স্মৃতির দুয়ারে ঝুলছে তালা
বিদগ্ধ কলিজায় রক্ত ঝরাতে
বিস্মৃতিরা বড় বেশি উতলা।
আজ আমার মন ভালো নেই
হৃৎপিন্ডে হাহাকার শূন্যতায়
শঙ্কায় কাঁপে বুক দুরুদুরু
চিত্ত বিচলিত অশনি ভাবনায়।

শরৎকাল

আলাউদ্দিন হোসেন

ভাদ্র-আশ্বিন দুই মাস
হয় শরৎকাল
এ-সময় গাছে গাছে
পাকে কাঁচা তাল।

এ-সময় সাদা মেঘ
থাকে নীল আকাশে
সাদা বক উড়ে বেড়ায়
দক্ষিণা বাতাসে।

শরৎজুড়ে প্রকৃতি নাচে
হাসে শিউলি ফুল
কাশবনে ভরে ওঠে
নদীর দু'কূল।

ভূস্বর্গ

আমির বিন সুলতান

চেয়ে দেখছি বসে নয়নাভিরাম নৈসর্গিক প্রাচুর্য ঐ ভূস্বর্গের উচ্ছেদ এক প্যারা।
আমার ভ্রাতৃদ্বয় জালিমশার নির্যাতনের আত্মচিৎকারে আমার ভাঙছে না দিবানিদ্রা।

ভীরু শৃগাল কি হলাম এত্ত আঘাতেও আমার পৌরুষত্বের ধমনিতে লাগছে না চেতনার আগুন।
কাঁদছে ভূস্বর্গ কেন আমি বলছি না মজলুমের হয়ে জালিমেরবক্ষে কুঠারাঘাত হানুন।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের রক্তে জন্মা সিংহসাবক হয়েও কেন আমার ব্যাঘ্র হুংকার না উঠে।
সালাহউদ্দীন আয়্যুবীর দীপ্ততেজ আমার বক্ষে ছেদ করতে পারেনি বটে।

সে নামে সাহস শক্তিধর সকলে সজাগ থাকা সত্ত্বেও নিদ্রালয়ে বিবেক জাগছে না কভু,
হে নফ্স সেদিন পুনঃ হিসাব দিতে হালখাতা প্রস্তুত রেখো এই অলস অকৃতজ্ঞের হিসাব নিবেন প্রভু।

মানুষের পৃথিবীতে স্বাগতম

আমির হামজা

আজকাল বড্ড বেশি মানুষ খুঁজি,
তোমরা মানুষের অবয়বে যাদের দেখো
আসলে সবটাই মুখোশ!
মানুষকে নিশ্চিহ্ন করার আগে অন্তত
একবার হলেও চোখে চোখ রেখো,
ঐ বুকে কান পেতে শোনে নিও
মানুষ নামের গান!
কখনো কারো বুকে মাথা রেখে কেঁদেছো?
পরম মমতায় মাথায় হাত বুলিয়েছো?
চোখের জল মুছে কপালে বিশ্বাসের চুমু একেঁছো?
মানুষকে ভালোবাসতে শেখো
জীবন বদলে যাবে।
যদি বিভ্রান্তিতে থেকে থাকো তবে-
মানুষের পৃথিবীতে স্বাগতম,
ইচ্ছে করলেই মানুষ হয়ে ফিরতে পারো।

বহুরূপী

আহাম্মদ কবীর হিমেল

যখন আমার অল্প বয়স শিশুর মতো মন
দিনে রাতে ভাবছি বসে বড় হবো কখন ?
তর সয়না হবো বড় লাগে কি আনন্দ
ভীরু মন সদাই তবো থাকে বুঝি অন্ধ!
শিশুকাল ভালোই ছিলো বুঝলাম আমি এখন !
যারে আমি চাই সদায় সে তো আমার নয়!
তবুও কেন তার লাগি অন্তর আমার হচ্ছে ওগো ক্ষয়?
আছে যে জন পাশে সদাই দেখি না তো তারে
রঙ্গশালায় জেতার মানুষ দেখো কেমন করে হারে
যা পাইনি কভু বুকের মাঝে তাই হারানোর ভয় !
শিশুকালে বৃদ্ধ সাজ লাগে চমৎকার
বৃদ্ধ কালে যুবক সাজতে ইচ্ছে না হয় কার ?
কোনটা সরল, কোনটা গরল বুঝেও বুঝি না
সত্য মিথ্যা সঠিক রাস্তা মোটেও খুঁজি না
বহুরূপী সাজে মন কেন দেই না ধিক্কার ?

নুরুকাকা

আহমেদ কায়েস

নাইনটিন সেভেনটি তে কলকাতা শহরে প্রকাশ্যে চুমুর দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছেন আমার নুরুকাকা,
আফসোস তার, সাথে ক্যামেরা ছিলো সেদিন, কিন্তু ফিল্ম চেম্বারটা ছিলো ফাঁকা ।
আজ যে এত হৈ চৈ আন্দোলন শুরু হয়ে গেলো, কাকা বললেন, একি কাণ্ড সারাবেলা,
তোরা তো জানিসনা আমি তখন অল্প বয়স, গিয়েছি কোলকাতা দেখতে ফুটবল খেলা।
শোন্ তবে কোলকাতা তখন থেকেই অনেক ফার্স্ট, মেয়েদেরও সেইরকম চলাফেরা,
আমি গেলে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতাম খুব, হতো দুএকটা মেয়ের সাথেও গল্প করা ।
এই নিয়ে যদি প্যাঁচাল বেঁধে কোলকাতার মত শহরে, মারামারি ধরাধরি, আর মাথা ফাটে,
তাহলে ঐ ঘটনা যদি আমি পোস্ট দিতাম ফেসবুকে লীলাখেলা দেখতো সবাই অকপটে ।
নুরুকাকা আবার কলকাতায়, যাচ্ছে সামনের মাসে, ডিজিটাল ক্যামেরা ঝুলবে গলায়, বললো,
যদি কোন দৃশ্য সামনে আসে, বললাম, বয়স হলো সত্তর পাশে লাংসের ট্রিটমেন্ট যেন ঠিকমত করে আসে ।
নুরুকাকা ফিট আছে গাট্টা গোট্টা মনের আনন্দে গাইছে গান আর পাসপোর্ট ভিসা হাতে খাচ্ছে কোপ্তা।
মুক্তির যুদ্ধে অনেক পাক সেনা খেয়েছে কোপ তার ।
হারিয়ে গেলে চাবি এখনো মোচড়ে ভেঙ্গে দেয় তালা, নুরু কাকার ভক্ত পাশের বাড়ির মিষ্টি মণি খালা ।
হঠাৎ ফোন এলো গোয়া থেকে বলছি চলে আয় কাসুরে নুরু কাকা বলছি ।
কাজ নাই খেয়ে দেয়ে আমি খুব ব্যস্ত ঘুরে এসো এবার হবে একটা হ্যাস্তন্যস্ত।
নুরুকাকা চলে এলো তাড়াতাড়ি বাড়িতে, ঘুরে এলো থাইল্যান্ড, ঘড়ি রেখে গোয়াতে,
রোজা এসে গেলো তবে কেন আর থাকা রে দেশটাতে ফিরে তাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচারে ।
ছুঁড়ে দিলো এক গাদা জিনিসের ঝুলিটা খুশিতে আটখানা তাই আমাদের মনটা ।
কল দিলো নুরুকাকা রাত সাড়ে তিনটায় সাড়ে চারটায় ফ্লাইট তাড়াতাড়ি চলে আয় ।
এয়ারপোর্টে যেতে হবে তাকে এগিয়ে দিতে, কোলকাতা ঘুরে, যাবে থাইল্যান্ড ঘুরতে ।
জীবন ফুরিয়ে গেলো বিয়ে শাদী হলো না, বললাম অসুস্থ ঘোরাঘুরি করো না
কোথাও হারিয়ে গেলে খুঁজে কেউ পাবে না।
কিছু বললেই সে রেগে মেগে আসে যে, আমাকে শেখাস, তোর বাপের আমি বড় যে,
বলি সাবধানে থেকো মরে টরে গেলে যে, নুরুকাকা রয়ে যাবে নুরুকাকা সিরিজে।

তোমাকে ভাবতেই

আহমেদ মুনীর

তোমাকে ভাবতেই অন্যরকম হয়ে যায়
আমার জগত
আমার রৌদ্রোজ্জ্বল সবুজ উদ্যান
আমার ছায়াময় মায়ামোহ ব্যালকনি
শিরশির মিহি বাতাস
আমার সাদা মেঘের আকাশ
আমার ভালোবাসার জ্যোৎস্না চাঁদ পাহাড় বিথী
দিগন্তব্যাপী ধূসর দূরাভাস, রোদ্রের রাঙা ভাঁজ
শস্যদানার সবুজ দোলা খুঁনসুটি
অনাবৃত বাঁধন স্পর্শ শিহরণ
যন্ত্রণাদগ্ধ দহন,
স্বপ্নের ভেলায় ভেসে যায় স্বপ্নের জীবন
অসমীকরণ,
বুকের মধ্যে দুমড়ে ওঠে আকাঙ্ক্ষার বাতাবরণ
অ্যাজোটোজমে মৌসুমী বায়ুর বিবর্তন
জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় সব অনিচ্ছা কথন
বিষম দ্বিধায় মরি আমি
ছুঁয়ে দেখি তোমার কোমল উষ্ণতা
বকুলছায়ার ঘ্রাণ
জলজ ঘূর্ণাবর্তে মাটি ও মেঠে প্রেমে
মনন ও রূপালী প্রভায় বেঁচে রই
তোমার ভ্রমর গুঞ্জনে,
বাতাবী শাখায় দোলে
আমার ক্ষয়িষ্ণু প্রহর
অব্যর্থ অনিবার্য স্মরণ।

আমি আজ শূন্য

আহমেদ শরীফ শুভ

আমি আজ কারো নই
আমি আজ একাকী ধানের ক্ষেতে জোনাকীর রঙ
আমি আজ জোৎস্নার
আমি আজ বৃষ্টির
ঝরে যাই টুপটাপ
চুপচাপ কেঁদে যাওয়া সময়ের গাল বেয়ে
আমি আজ বৃষ্টির জোৎস্নার হাহাকার
রাত জাগা স্বপ্নের ভেঙ্গে দেয়া ডালপালা
আমি আজ কেউ নই, কারো নই, নিদারুণ শূন্যতা।
শুধু এক বৃক্ষের বয়ে যাওয়া যন্ত্রণা
ধরে রাখি আমি আজ
নির্জনে নির্ভার হয়ে যাই আকাশের কান্নায়
আমি আজ বৃষ্টির টুপটাপ
ঝরে যাই
জোনাকীর ক্ষয়ে যাওয়া আলো এক।
আমি আজ কেউ নই, কারো নই
কেউই নেবে না আজ নিদারুণ শূন্যতা
বৃষ্টিরা ঝরে যাক টুপটাপ, চুপচাপ।

গোলাপের মতো

ইকরামুজ্জামান (বাতেন)

জীবনটা গড়া চাই গোলাপের মত,
দুঃখের মাঝেও পাবে সুখ অবিরত।
গোলাপ কাঁটার মাঝে বড় হয় জেনো,
সবার উপর তার মর্যাদা মেনো।
বলোতো কে বাসে না গোলাপকে ভালো,
কার মন করেনি সে সুবাসিত আলো?
গোলাপ সে নিজগুণে সুবাস ছড়ায়,
রূপে-রঙে মানুষের মনটা ভরায়।
এসো ভাই এসো বোন এসো গো সবাই,
গোলাপের মতো করে জীবন সাজাই।

কর্মঠ হও

ইমরান খান রাজ

হে বালক...
কি ভাবছো? আকাশ ছুতে চাও?
চলমান অবস্থা থেকে নিজেকে-
দ্রুত পরিবর্তন করতে হবে !
শোন....
যদি চাও নিজেকে মানাতে-
রঙ্গিন বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে-
যদি হতে চাও সেরা !
তবে এসো...
আজি এসে কর্মঠ হয়ে যাও !
কেননা একমাত্র কর্মই তোমাকে-
সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাবে।

কুসুম

ইমরোজ সোহেল

বিপদ টিপদ সামনে নিয়ে দিনরাত্রি চলি
কানে কানে বলি
অনিন্দিতা, চলতো আমার সাথে
আগুন যদি লাগে, লাগুক না হয় রাতে।
রাতের আগুন, স্নিগ্ধ যদি হয়
পুড়তে ভালোই লাগে
সিদ্ধ ডিমের মতো, কুসুম যেমন পোড়ে
তেমন করে তুমিও না হয় পোড়ো
জাপটে ধরো, আমায় ঘুমের ঘোরে।
ডিমের সাদা যেমন করে বুকের মধ্যে
হলুদ আগলে ধরে
ভাঙা চোরার আগে দুহাত দিয়ে সরায়ে জঞ্জাল,
যেন শক্ত লোহার বিন্যস্ত ঢাল...
একই ভাবে আমিও তোমার সাথে
প্রেমের নাবিক হয়ে উড়াবো সবুজ পাল।
মন্ত্র জানি আগুন নেভাবার
যেন আমি ফায়ার ব্রিগেড, বুকের ভিতর
জমিয়ে রাখি খলবলে এক দীপ্র অহংকার।
আমার আছে এক সমুদ্র জল
বাতাস আমার শরীর নিয়ে বড়ই উচ্ছল
আর কি চাই তোর?
বৃষ্টি নিবি, মেঘের সাথেও চুক্তি আছে
টোকা দিলেই মেঘও হবে ভীষণ চঞ্চল
হাতটি এখন ধর
দুজন মিলে আগুন নেভাই, কমবে প্রেমের জ্বর।

ভালোবাসা

ইশতিয়াক হোসেন

দিঘল কেশের সেই মেয়েটি বলছে কথা শোনো,
তোমায় আমি ভালোবাসি মনে থাকে যেনো।

কাজল কালো আঁখি তার দেখতে লাগে ভালো,
শ্যামলা বরণ মেয়ে সে যে নয়তো বেশি কালো।

ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখ সেই মেয়েটি এসে,
একটি গোলাপ ফুল দিয়েছে আমায় ভালোবেসে।

কাঁখে কলস নিয়ে সে নদীর ঘাটে যায়,
আমায় দেখে বারে বারে পিছন ফিরে চায়।

খানিক পরে মিষ্টি হেসে আমার দিকে দৃষ্টি,
ভালোবাসার মায়া যেনো অপুর্ব এক সৃষ্টি।

একটুপরেই কলসি ভরে জল নিয়ে সে যায়,
আমায় দেখে মুচকি হেসে মিষ্টি করে চায়।

দুদিন পরে মেসেঞ্জারে দিলো আমায় বার্তা,
তোমায় আমি ভালোবাসি, তুমি আমার কর্তা।

খুব সকালে আমার কাছে বলে ফোন দিয়ে,
তোমায় ছেড়ে অন্য কাউকে, করবো না যে বিয়ে।

অবশেষে তাহার কাছে দিলাম আমার মন,
সুখে দুঃখে তাহার পাশে থাকবো আজীবন।

ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখ ভালোবাসা দিবস হলে,
আমরা দুজন প্রেম করেছি, সব লোকে তাই বলে।

চাঁদ উঁকি দেয় ছাদে

উম্মে খায়ের চৌধুরী

এই শুনছো চলনা ছাদে যাই
উঁহু, চলনা যাই-চলো...
ঐ যে দেখো
আকাশপানে চাঁদ আলো ছড়ায়
চলো দু'জন মিলে জোৎস্না গাঁয়ে মাখি!
তুমি, আমি প্রেমেতে বিভোর হই
প্রেমালাপনে করি ছোড়াছুড়ি ।
আজকের চাঁদটাও আমাদের প্রেম দেখে
হ্যাঁ আমাদের'ই প্রেম দেখে...
লজ্জায় মেঘের আড়ালে মুখ লুকাবে
জোনাকিরা কাছে এসে আলো ছড়াবে
সবুজ আলোয় মন রাঙ্গাব!
ছুঁয়ে যাবে তোমায়-আমায় ।
তারা'রা মিটিমিটি করে জ্বলে উঠবে
আর ঝলমল করবে;
খিলখিল করে হাসবে চারপাশ!
বাতাসে ফুলের সুভাস মনে দোলা দিবে
দখিনা মৃদু হাওয়ায় দুটি প্রাণ শীতল করবে।
প্রেমের উষ্ণতায় মন সাজাব
তুমি, আমি প্রেমেতে বিভোর হব ।

দ্বিধার দেয়াল

এ বি এম সোহেল রশিদ

ভেজা বাতাসের স্পর্শে বুঝে গেছি
তুমি আসবে, কাঁধে মাথা রেখে বসবে
পথ ছেড়ে দু'জন, তখন উদ্যানের ঘাসে
হলুদ সবুজের তফাৎ খুঁজব মৃত্তিকায়
রোদ-ছায়ার প্রেম দেখবো তোমার নীলাভ চোখে
এভাবে ভাবতে ভাবতে আকাশ তামাটে
এলে না; হাসলো অনুমানের প্রেতাত্মা
আরও বাড়তে লাগলো বাতাসের তীব্রতা
ততক্ষণে উদ্যান ছেড়ে কাঁচা রাস্তায়
ধুতরা ফুল, যেটাকে প্রায়ই বিষফুল বলি
তার সাথে জোনাকিপোকার ঢলাঢলি
গহীনে চাতালের আগুন, পুড়ে ছারখার
তবে কি ঈর্ষান্বিত হয়ে পরেছি
এ নিয়ে ভেবেছি বারবার, তা হলে কি...
হিংসুটে হয়ে যাচ্ছি? নেমেছে বৃষ্টি
না, না, কেউ আশ্রয় দেয়নি, প্রকৃতিও না
বলেনি কেউ, পথিকবর! একটু বসে যাও
একাকী ঘুরে শ্রীচৈতন্য সিদ্ধার্থ
শিখেছে মানব সভ্যতার রুঢ় সত্য
আর আমি ঝরতে দেখেছি সবুজ পাতা
লাউ ডগার ফাঁকে কিশোরীর লাজুক হাসি
খেজুর রসে কৈশোরের দুরন্তপনা
এর কাছেই আমি বাউল মন্ত্রে দিক্ষিত
মাছের সাথে হাঁসের শত্রুতায় কেঁদেছি
সবুজ যৌবনে গড়েছি দ্বিধার দেয়াল
হাঙরসময় গিলেছে পশ্চিমের সূর্য
বসলাম শ্মশান ঘাটে, দূরে কাসার শব্দ
কেউ বাজায় না আগমনীর শঙ্খ ধ্বনি
বাতাস ফুটো করে রক্তাক্ত বাঁশির সুর
চোখে নামায় বৃষ্টি, কিন্তু আকাশ মেঘহীন
জানি না কতদিন বিরহে ভিজি না

বোধ

এস, তুহিন

একটি মিষ্টি কালো তিলের খোঁজে
আমি চষে বেড়াই
তোমার বিস্তৃর্ণ কোমল সফেদ মুখ
সাহারা মরুভুমিতে পানির সন্ধানে
যেভাবে ছুটে চলে কোন অশান্ত বেদুইন।

কালিমাখা তোমার চোখের নিচে
মোলায়েম হাতখানা বুলিয়ে বলবো
চল, ফিরে যাই সেই হারানো কৈশোরে
গাঁয়ের মেঠোপথ ধরে হেঁটে যাবো দুজন
রাখালিয়া বাশির সুরে পথ ভুলে চলে যাবো
দূরে, অজানা কোন গায়ে
যখন গায়ের কোন বঁধু স্নান শেষে
এলোকেশে হেটে যাবে মাটির পথ ধরে
কলমিলতার বন আর সবুজে ঘেরা গাছের ছায়ায়
চলতে চলতে অবশেষে
তোমার কালো তিল হারিয়ে যায় প্রকৃতির মাঝে।

হয়তো তিল আছে, হয়তো নেই
দিবানিশি আমি তোমার সফেদ মুখে
একটি তিলের খোঁজে
নিরবে নিভৃতে ছুটে চলেছি।

মানুষ হয়ে বাঁচতে চাই

এরশাদ হোসেন বিজয়

আকাশে মেঘ জমে
কালো হয়ে যায় পৃথিবী
আকাশেরও অনেক কষ্ট হয়
তাই অঝোর কান্না করে।
এক সময় তার কান্না থেমে যায়
সাদা হয়ে যায় দেশ-বিদেশ।
নীল আকাশ তার জীবন ফিরে পায়
আবার হাসতে শুরু করে
আলোকিত করে অন্যকে নিজেও আলোকিত জীবন ফিরে পায়।
কিন্তু আমার কষ্ট হলে অন্ধকারে অন্ধকারে ছায়া আছন্ন হয়ে যায়।
নিভু নিভু আগুন জ্বলে আমার সারা শরীরে।
তখন চিৎকার করে বলি হে আকাশ তুমি কান্না করো ঠিক একটু পরেই আলোকিত
জীবন ফিরে পাও কিন্তু আমি কেন আলোকিত হতে পারি না?
জবাব দাও আমার কাছে জবাব দাও
আমার এই কষ্টময় জীবন থেকে মুক্তি চাই মুক্তি চাই।
একজন আলোকিত মানুষ হয়ে বাঁচতে চাই
আমি আপনাদের ভালোবাসার মানুষ হয়ে থাকতে চাই।

আমি যদি মানুষ না হতাম!

এস এম গোলাম রাব্বানী

যদি আমি মানুষ না হতাম, হতাম গাছ, নদী অথবা পশু!
যদি জন্মই আমার না হতো, কভু হতাম না মানব শিশু!
থাকতাম না পড়ে কভু আমি হয়ে (বে-ওয়ারিশ!) লাশ।
অথবা ছুটতো না পিছে কোন মানব নিয়ে হাতে না-চাঁছা বাঁশ।
হায় অসভ্যের সভ্যতা!
কে শোনে কার কথা!

আমারে তো আমার বাপে কভু ভার্সিটিতে পড়ায় নাই।
এত বুদ্ধি আমার মাথায় তাইতো ধরে নাই।
লোক ঠকানো জাল জালিয়াতি পুকুর চুরি ঘোর-
ধুলাট গায়ে অতো বুদ্ধি টাকা পয়সাও নাই মোর।
অধিকাংশ সম্পত্তি সম্পদ যাদের করতলে
তাদের তরে গতর খেটে জীবন মোদের চলে।
ওদের যে আর জ্ঞান বুদ্ধি টাকার জুড়ি নাই
মনের বনে ওদের সাথে হাজার খোদার ঠাঁই।
দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ব খেলা যতো অবহেলা
অপরাধ পাপ আওলাদ বাপ ছড়ায় মেলা মেলা।

হে প্রভু, আমার যদি সৃষ্টিই না হতো!
অথবা হতাম যদি গাছ পাখি পশুর মতো!
এখানেই যদি শেষ হতো মোর পালা!
কী নিয়ে সেদিন দাঁড়াবো নিদান বেলা?
যদি না হৃদয় তোমায় স্মরে মরে বারে বার লাজে ডরে,
হবে প্রকাশিত যতো অপরাধ বাঁচিব কেমন করে?
এতো অপরাধ! এতো অপরাধ! এর চে'
হতাম যদি মশার পাখা গে'।

বালিকা তুমি...

এস এম মনসুর নাদিম

বালিকা তুমি কী খোঁজো?
আমার প্রৌঢ়ত্বের কাঁচা পাকা মুখে ?
শান বাঁধানো যৌবন তোমার,
প্রৌঢ়ত্বের জলাশয়ে বেলা শেষের রৌদ্র সুখে।
কেশহীন মসৃণ চান্দিতে আমার
কোন'সে ঈদের চাঁদ খোঁজো?
বালিকা তুমি কী খোঁজো?
আমার উদাসী এই দুই চোখে?
অনুভূতিরা সব মরেছে
অনুভূতিহীন শ্মশানে,
মোমের আলোয় বসে
প্রেমের ঝাপসা নয়নে।
অনন্ত দিগন্তের অজানা ঠিকানা,
খুঁজি বালিকা বধুর আস্তানা।
বিবেকবোধ আর মানবতা,
উভয়ে আজ ছুটিতে,
এই অসময়ে কে এলো আবার
আমার সর্বোচ্চ লুঠিতে।

ধোঁয়াশা

কাওসার পারভীন

সুবাসিত গোলাপ পাপড়িতে অজস্র কীট,
ঘ্রাণ পেতে আকুল বিভ্রান্ত পথিক।
ও যে হৃদয় সংহারী অবক্ষয়ী ভ্রান্তগোলাপ,
এক টুকরো ভ্রান্ত বিশ্বাস, ভ্রান্ত সংলাপ।

কাঁটাযুক্ত বন্ধুর পথে কতশত কথা আর অযথা প্রলাপে
চারদিকে অবিশ্বাসের কষাঘাত আর
ব্যঙ্গ হাসির কড়াঘাতে বিধ্বস্ত, নিঃশব্দ বিলাপে
কুঁড়ে কুঁড়ে খায় হৃদয়।
মানুষ নেই রে আজ,
মানুষরূপী হিংস্র বন্যতা জগতময়।

কে কাছের কে দূরের, কে আপন কে পর,
সংশয় রয়ে যায় নিভৃতে হৃদয়ের গহ্বরে।

অন্ধকারে নিমজ্জিত বিহ্বল এক পৃথিবী
কেবল ভাষাহীন ছবি।

অবশেষে
নিকষ কালো অন্ধকারে
অতন্দ্র প্রহরী।
চন্দ্রপ্রহরে অদ্ভুত আলোছায়ায়
ক্ষীণ, অস্ফুট পদধ্বনি!
নিমেষে হারায় ক্ষণস্থায়ী ছায়া।

কেউ নেই, এ শুধু মায়াজালের ফাঁদ!
ধূপজ্বলা ধোঁয়ার ওপারে অস্পষ্ট অধরা মায়ার মোহ!
অদ্ভুত! অবিশ্বাস্য ছলনার খেলায় ওরা কারা ?
ওদের চিনতে বড় কষ্ট হয়!
ওরা কারা?

স্থিতিস্থাপকতা সীমাহীন নয়

কাজী আতীক

প্রদীপ শিখাটি দেখো থির থির কম্পমান
আকাশ ছোঁবে তাই লেলিহান হবার স্বপ্ন তার
অথচ ফুরিয়ে গেলে তৈলজ ইন্ধন
সলতেটা পুড়ায় কিছুক্ষণ
তারপর ধপ করে নিভে যায়,

যেটুকু তোমার
সেটুকুই পাবার
কম কিংবা বেশি কারো সাধ্যে নেই নেবার,

তবু যদি পেতে চাও আরো
অচিরেই জেনে যাবে
কোনো কিছুরই স্থিতিস্থাপকতা সীমাহীন নয়,

তারপরও যদি আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখো
দেখতেই পারো, তবে জেনে নাও
সম্ভাব্য পরিণাম, যেমন-

অণু থেকে পরমাণু বিক্রিয়া পেতে চাইলে
যেতে হয় পরমাণু প্রক্রিয়ায়, অন্যতায়-
যেভাবে ঝাপ দাও সাগর জলে সৈকত অদূরে
যদি পর্বতের চূড়া থেকে সেভাবেই ঝাপ দাও
গিরিখাতে পড়ে থাকবে নিথর দেহটা তোমার।

বাংলার স্বাধীন সত্ত্বা

কামরুজ্জামান লিটু

আমি দেখেছি! স্বাধীনতাকামী বীরের রুপ!
হৃদয়ে অনুভব করে মর্ম বুঝেছি;
চোখের তারায় স্বপ্নীল ছবি এঁকেছি -
কখনো বীর বাঙালীর সাহসীকতা,
কখনো বা তাদের মুক্ত বিহঙ্গের স্বপ্নগাঁথা ।
বাঙালী রমনীর আশার নীড়ে সাঁজানো বাসর
পাক-সেনার তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড হতে দেখেছি,
আকাশের গায়ে ভাসতে দেখেছি বায়ুর স্রোতে -
কত না রমনীর জীর্ণশীর্ণ মূমুর্ষ মূখের ছায়া;
শুনেছি, সুরের ধারায় মুক্তি আকুতির কান্না ।
আমি দেখেছি! মমতাময়ী মায়ের কোলের শূন্যতা!
হাহাকারে কেটেছে কত দিন-কত রাত-
তবুও কষ্ট চেপে বুকে,
রাতের আঁধারে নিরবে নিভৃতে
মুক্তিসেনার গায়ের ঘাম দিয়েছে মুছিয়ে -
বসনের আঁচল দিয়ে।
দেখেছি, ক্ষুধার্ত মুক্তিকামীর ক্ষুধা নিবারণে
কত রমনীর রাত কেটেছে অনাহারে ;
হাসিমাখা মূখে বেদনা লুকিয়ে
স্বাধীনতার তৃপ্ত বাসনায় -
বীরের হাতে দিয়েছে অস্ত্র তুলে ।
আমি শুনেছি! স্বাধীনতার জয়গান!
শুনেছি, বাংলার আকাশে-বাতাসে
স্বজন হারানোর আর্তনাদ, তবু
লক্ষ-কোটি বীর বাঙালীর বজ্রকণ্ঠে বেজে উঠে -
জয় বাংলা, জয় "বঙ্গবন্ধু" অবিরাম!

দীর্ঘপথ

ক্যামেলিয়া আহমেদ

কি করে বোঝাই সমুখে আলো নেই !
অন্ধকার পথ বেয়ে যেভাবে অন্ধের মতো হাঁটছো
আমিও হাঁটছি তোমার পিছনে পিছনে
অজস্র বছর ধরে হাঁটছি,তবু
প্রদক্ষিণ করা হলো না দুঃখ সুখের কোনো সীমানা
পৌঁছাতে পারছি না, কোনো পার্থিব পূর্ণতায়
আমাদের পদতল বেয়ে যে রেখাটি চলে যায়
সেখানে শুধুই দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রু প্রবাহিত হয়
আমরা যে পথে হাঁটছি তা অতিশয় দীর্ঘ, যেন
এক জনমেও শেষ হবার নয়
আমাদের ক্লান্তিটুকু আজো অবধি অর্থবহ হলো না
হলো না তোমার আমার মুখ দেখাদেখি
যেটুকু আলো হতে চলেছিলাম
তাও আজ ক্ষীণ হতে চলেছে
ভয় হয়, কখন তুমি আমি কেঁপে উঠি ভয়ে
মাঝপথেই বিভক্ত হবে আমাদের পথ
প্রদক্ষিণ করা হবে না কোনো সীমানা
আমরা পৌঁছাতে পারবো না কোনো পার্থিব পূর্ণতায়!

মাধবীলতা

গৌরীশঙ্কর দাস

ঘামঝরা অলস দুপুরে
অবগুণ্ঠিতা সেই মেয়ে
আলতো নূপুর পায়ে হেঁটে
দাঁড়াতো আমার সম্মুখে
নিঃশ্বাসে বাতাসে তখন
সুগন্ধ মাধবীলতার!
বহুদিন পর মাধবীলতার গন্ধে
সচকিত হয়ে দেখলাম সেই মুখ
বিষণ্ন নির্বাক কতো ম্লান!
চকিতে নিষ্ঠুর কালো মেঘ
পিঠ দিয়ে ঢেকে দিলো
আমার সম্মুখ!

কঙ্কাল

জয়ন্ত বাগচী

চলে গেছে সকাল বিকাল
ঝুপড়ির দিনগুলোতে
আজো নেই সূর্যের উত্তাপ।
সভ্যতার ছোঁয়াটুকু দিতে গেলেই
ঘটে যায় ভীষণ এক পাপ।
নিষিদ্ধ জিনিসের ভারে ন্যুব্জ শরীর
দিনগত পাপ ক্ষয় আর কাকে বলে
ইতিহাসে আঁস্তাকুর ঘেঁটে
কিছু কিছু মানুষ আজও চলে ।
চাঁদের জ্যোৎস্নাটুকু ছেঁকে নিতে
পিপাসার হিংস্র উত্তাপ নেমে আসে
বুক থেকে আরও কিছু স্বপ্ন
যা এতদিন বলে এসেছ একান্ত নিষ্পাপ
এখানে কোন তফাত জেগে নেই
নিদ্রাহীন যক্ষের আবাসে ।
তুলে নাও হাতে তুলে নাও
হোক না তা সমাজের জঞ্জাল
জানোই তো কিছুই চিরস্থায়ী নয়
দেখবে সবাই একদিন ---
পড়ে আছে জীর্ণ কঙ্কাল !

অদ্ভূত স্বপ্নের ভেতর

জাকির আবু জাফর

একটি কুমারী রাত কৈশোর পেরিয়ে হেঁটে গেলো আমার চোখের শহরে
বসন্তের তীর ধরে স্বপ্নডাঙা বেয়ে স্মৃতির রেলপথে ছুটছে আর ছুটছে
প্রজাপতি রোদ কানামাছি দিন আর ফেনী নদীর উপচানো স্রোতের ভেতর
জেগে ওঠে আমার স্মৃতির বাসর

আমার শরীর ভরা নোনাজলের গন্ধ নতুন চরের বুকে বিস্তৃত আকাশ
লবণ বাতাস আমার চুলের জগৎ ছুঁয়ে উড়ে যায় বঙ্গোপসাগরের দিকে
এমন অদ্ভূত স্বপ্নের ভেতর খুঁজি বাবলা বনের ভোর
ধলবগার ছানা এবং দোয়েলের দুধসাদা ডিম।
দূর্বাঘাসের বিছানায় কাঁটাফুলের সাথে জমে থাকা আমার কৈশোর দিন।
একদিন এ কৈশোর ছেড়ে গেলো আমাকে।
আমার বাগানে এলো যৌবনের অবাক বসন্ত
পৃথিবীর সব শব্দের বদল হতে থাকলো বিস্ময় গতিতে।
সব পুরাতন নতুন হলো আমার যৌবনের প্রশ্রয়ে। আমি ছন্দের গন্ধ পেলাম।
পেলাম শব্দের সাথে শব্দের মিলনে সৃষ্ট প্রেমের পৃথিবী।
এসবই স্মৃতিময় সংসারে কেবলই অতীত হয়ে যায়

আজ আমি নগর চশমায় দেখি হিজল ফুলের দিন। শুনি কৈশোরিক আনন্দের দীর্ঘশ্বাস
মাঝে মাঝে ভাবি সেই সবুজ বাবলা বন বসিয়ে দেই পল্টন মাঠে। বিস্তৃত ছায়ার
ভেতর শীতল হবে পাথর প্রাসাদ। মেঠো পথগুলো যদি নেমে আসে মতিঝিল
বারিধারা গুলশানে তারপর যদি গেয়ে ওঠে বাংলাদেশের সমস্ত পাখি
ডলারের যাবতীয় গন্ধডুবে যাবে ঘাসের শরীরে।

মনে পড়ে সেই স্মৃতি যখন রাতকে রাতই মনে হতো না।
রাত ছিলো জোনাকির খেলার আসর। আমরা খেলতাম এভাবে
খেলতে খেলতে ভেঙে যায় আমাদের সমস্ত খেলাঘর।

কেনো যে বুকের ভেতর কৈশোর ফুঁফিয়ে ওঠে জানি না। দিনগুলো কেনো
ধানের চারার মতো নতুন আঙ্গিকে গজায়। ফলে পিচঢালা পথ হয়ে ওঠে
শিশির সিক্ত ঘাসের প্রান্তর।
তারপর স্মৃতির সাম্রাজ্য উদম পায়ে হেটে যাই পাটক্ষেতের দীর্ঘ কুয়াশার দিকে।

সবই আজ ক্ষত বিক্ষত

জি এম এ হামিদ আল মুজাদ্দেদী

আমার এ জীবতকালে তোমাকে পাবার আর
নেই অবকাশ কিছু তোমায় দেখাবার গো।
জীবনের স্বাদ-আশা, আহ্লাদ যত,
হয়েছে সে সবই আজ ক্ষত-বিক্ষত
দিতে তোমায় উচ্চসিত সম্মান হাজার।
প্রাণঢালা সংবর্ধনা দিতে যদি চাই,
গলাফাঁটা চিৎকার করে গান যদি গাই,
হাসিমুখে বরণ করে শোনবে না আর গো।
স্বর্ণপদক, হীরা, জহরত ও পান্না,
মাণিক এনে হাজির করে কাঁদি যদি কান্না,
চাই যদি দিতে মুক্তো, মণি-কাঞ্চন, হার-
মিটিমিটি চেয়ে তুমি দেখবে না আর গো।
আসতে যদি তুমি প্রভু, সামনে আবার,
হৃদয় ও নয়নের সাধ মিটতো সবার,
মহা-শান্তি পেতো চুমে, চরণে বারবার গো ।
তোমাকে হারিয়ে কাঁদে অসহায় আশেকান,
বিরহ-বিচ্ছেদে জ্বলে, শোনে তোমার অন্তর্ধান,
গোমটা খোলে এসে চলে দাওগো দীদার ।
এখন আমার শুধু, এই সান্ত্বনা প্রাণে,
রওজা পাকে শুয়ে থেকে দেখছো আর নয়নে,
আমার যে কী হাল-হাকিকত-কান্না হাহাকার।
শোন আমার প্রার্থণা আর গাওয়া সব গজল,
কী দেব নজরাণা এমন, শুষ্ক আঁখিজল!
বিরহের অনলে পুড়ে হয়েছি ছাড়খার॥

এক অন্য তুমি

জেসমিন জাহান

সন্ধ্যার আকাশে অর্ধেক চাঁদ হাসছিল
আর পাশে ছিলে তুমি
ঘড়ির কাঁটা এত দ্রুত এগিয়ে গেছে
বুঝতে সময় লেগেছে তারও বেশি
দিগন্তে মিশে যাওয়া আকাশের পর্দাটা
যখন গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছিলো
তোমার কথারা খেই হারিয়ে ফেলছিলো
মুগ্ধ আমি চেয়েছিলাম অপলক
আর ভাবছিলাম এই নতুন তোমাকে
হয়তো নতুন নও মোটেই
আমার অনভ্যস্ত চোখে হঠাৎ করে
হয়ে উঠেছিলে স্পন্দনমুখর-বাকপটু।
বহুপথ হেঁটে গঙ্গা যেখানে বুড়ি হয়েছে
সেখানে হারালাম নিজেদের।
চারিদিকে যৌবনের হাট বসিয়েছে নদীটি
নিজেকে নামের অপবাদ থেকে বাঁচাতে
তার যৌবন বিলিয়ে দিয়েছে চারপাশে
উচ্ছল-চঞ্চল প্রজাপতিদের মাঝখানে
সবুজ কার্পেটের আসন পাতা
সেখানে বসতেই খুলে গেলো মনের ঝাঁপি আর
অচিন ভাবনাগুলো উঁকি দিচ্ছিল।
অতলস্পর্শী কথার সমুদ্রে ডুবে গেলাম
যখন হুশ হলো তখন গাঢ় আঁধার নেমেছে।

আচোট

তপন

নম্রতায় ঘষামাজা করে দেখেছি
শোনে না কেউ,
যেন না বলা কথারাই গুমরে কাঁদে।
অনুর্বর আচোট ভূমিতে
সুরের ফলা চলে না,
শক্ত হাতেই পুঁতে দিতে হয় আগামীর বীজ,
ক্ষুধার্ত পৃথিবীতে
অনাবাদী ফেলে রাখার অবকাশ নেই
অনুশোচনার সে জমি,
চষে যেতে হবে
শক্ত থেকে শক্ত অনুর্বর বদনামী।

ভুল

তাইসির রেজা

উদাসীন গোধূলি বেলা আমারও ছিলো,
ছিলো রাত প্রহরে ফুটন্ত জোছনার বর্ষণ,
সাথে ছিলো গন্ধ মাখা অতি লাল গোলাপ,
ডায়েরীতে ছিলো বেশুমার শব্দের রোমাঞ্চকর পঙক্তি,
আধো আধো ঘুমে গুচ্ছ গুচ্ছ স্বপ্ন ছিলো,
বেসামাল বর্ষায় বুকে প্রণয়ের কর্ষণ ছিলো,
আর ছিলো তাকে পাবার এক অদম্য বাসনা।
কিন্তু সাথে জানা অজানা অনেক ভুলও যে ছিলো।
আমার কেবলই ভুল হয়ে যায়,
আমার একটি ভালোবাসাও ছিলো।

স্বাধীন দেশের দর্পণ

তাহমিনা তানি

একটি অপমৃত্যু, একটি অবাঞ্ছিত লাশ
চারপাশে তার শতজোড়া চোখ,
নগ্ন নারী দেহ, ফ্যাকাসে হাত-পা,
বুকের ছেঁড়া কাপড়ের ফাঁকে দেখা যায়,
শকুনের খাবলানো নখের আঁচড়,
মুখে তার পরাজয় আর ঘৃণার রেখা,
যেন স্পষ্ট হয়ে আছে।
ষোড়শী নারীর ক্ষত-বিক্ষত দেহে
লজ্জাহীন বর্বরদের আস্ফালনের চিহ্ন।

এ এক স্বাধীন দেশের দর্পণ।
পরাধীনতার শিকল দিয়ে ঘেরা,
এক ষোড়শীর আত্মচিৎকার যেখানে
বিন্দুমাত্র ভ্রু-কুঞ্চিত করে না কারো;
এ কেমন স্বাধীনতা বলো?

নির্লিপ্ত শকুন

তুলি আলম

কনকনে শীতের তীব্রতার শেষে যারা-
বসন্ত দিবসে ওম দিতে আসে হৃদয়ে,
সেই কদাকার মনের কুৎসিত শকুন-
মানবগুলোর ধারালো, সুঁচালো ঠোঁটগুলোকে-
বেশ ভালো করেই চিনি যদিও খোলসে তাদের
কুসুম-কোমলে রাঙানো পরিপাটি মিষ্টি সুর ।
তবু তাদের দূর করি না, বলি না ধুর! ধুর ধুর ।
কারণ জল গড়ানোর মজাটা দেখতে আরো খানিক
সহ্য করি ঐ নষ্ট বাঁশির ভাঙা ভাঙা সুর ।
বিদ্রুপের রঙ্গ-তামাশায় ছলকে ওঠা প্রমোদে-
আত্মহারা হয়ে তৃপ্তির হাসি দিই গাল ভরে ।
বোকা বোকা-মানবের উচ্ছৃঙ্খলতায় কখনো-
ছলকে উঠি মহানন্দে, কখনো ঝলসে উঠি-
আগুনের ফুলকির মতই।
ভাবি, নারীমূর্তি ওদের কাছে সস্তা সন্দেশের মত
অবলা-অসহায় কোমল কুসুম, কাদার মত,
যেন লাস্যময়ী রূপবতী পুতুলের মত ।
ইচ্ছে হলেই কামাতুর চোখের আড়মোড়া
ভেঙে ঝাঁপিয়ে পড়ে তৃষ্ণা মেটানোর জন্যে
আবার পরিতৃপ্তির পরে ভেঙে-চুরে তছনছ
করা দেয় খুব সহজেই ।
কিন্তু না এখানেই শেষ নয়,
সব নারী বেহায় নয়, সব পুরুষ কামাতুর নয়
কখনো নারীর হাসিতে বিষ-বাঁশি বাজে
নির্লিপ্ত পুরুষের অশুভ শরীরে ছোবল মারে ।
তাই শীতের শেষে ওম নয়
বসন্ত শেষে রঙ ছড়াতে নয়,
শরত শেষে কাশফুল নয়,
এসো ভঙ্গুর হৃদয়ের লালসা সামলে
সত্যিকারের মানুষ হয়ে, এসো-
সত্যিকারের পুরুষ হয়ে ।

কবিতা নয়

তৈমুর মল্লিক

তখনো লঞ্চ যাত্রার ঘন্টা পড়েনি
রাতের তারাগুলো অকৃপণ আলোয়
নাচিয়ে দিয়ে যায় ছোট ছোট ঢেউ
পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালাম
তুমি এলে, চোখ দুটো স্থির
হঠাৎ সাইরেন বেজে ওঠে --

গরম চায়ের ধোঁয়ায়
একটা আঙুল --- না থাক--
ক্ষয়ে যাওয়া জীবনের সুখ স্মৃতি
ঢেউয়ে ঢেউয়ে বিলীন হোক।

সেই চোখ-আজো স্থির হয়েই দাঁড়িয়ে আছে
নদীর বুকচেরা সেদিনের লঞ্চ
আজো তীর খুঁজে পায়নি,
কেবিন ক্রুর চেনা মুখটা প্রতিনিয়ত বলে
স্যার-আবার আসবেন তো?

দূর থেকে দেখা, অন্ধকারের মাঝেই
হয়তো আছে কয়েকটি কৃষ্ণচূড়া
এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা তালগাছ
জানি না-সেই চোখ আছে কি না-
আবার সেই সাইরেন-
কে রুদ্ধ করলো সেই জল যাত্রা
সেই চোখ দুটি নয়তো?

এটুকুই মনে আছে,
সাথে তোমার ফেলে যাওয়া
জীবনের অসমাপ্ত গল্প।

কলমজীবী

তৌহিদ হোসেন মজুমদার

ওরা চিবিয়ে খায় নগদ টাকা
মাথা বেঁচে সুযোগ পেতে,
ইতিহাস রচে, আদর্শ বেঁচে
লুটে পুটে খেতে..

জাতির বিবেক, পচঁন মাথায়
গণতন্ত্রের পিলার,
রং মিশিয়ে নেতা বানায়
ভোট চোর, দুর্বৃত্ত, কিলার.

ঘৃণার ব্যবসা, ব্ল্যাকমেইল
হিংসা, বৈষম্য, বিদ্বেষ,
পাচ্ছে পেমেন্ট, যাচ্ছে ছড়িয়ে
আছে ভীষণ বেশ।

হালুয়া রুটি, মাংস কাবাব
হাড্ডির লোভে চলে,
এরাই সমাজ, দেশের শত্রু
কলমজীবীর ছলে।

একলা আকাশের মতো একা

দালান জাহান

একদিন আমারও ছিল দুঃখ মোছার মানুষ
সকালে সন্ধ্যায় যে
আনমনা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত দুঃখ তলায়।
বছরের সবকটা বিশেষ দিনে
সেই একমাত্র ক্যালেন্ডার ছিলো
ছিলো আমার সময় ঘড়ি।
মমতাহারা মরু পথিক
শীতার্ত হৃদয়ের ক্রন্দন মুছে
সেই প্রথম হেসেছিল নেপচুন হাসি।
কিন্তু দুঃখের সাথে স্বীকার করছি যে
একটি চুমো বিক্রির দায়ে
সে ডুবে মরেছিল উত্তপ্ত চায়ের কাপে।
সেই থেকে আমি একা
একলা আকাশের মতো একা।

তুমি বন্ধু হবে? বন্ধু!

দিপাশ আনোয়ার

আমার রাজ্যের সকল মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি, রোদ
উপেক্ষা করে আমায় জন্মায়ে সূচিশুভ্রবোধ
তুমি রচিবে? আবেগের নির্মল সিন্ধু!
তুমি বন্ধু হবে? বন্ধু!
আমার সকল জীর্ণতা, কুটিলতা, সংকীর্ণতা
উদ্ভট করে দূর ফিরিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা
জীবন আলক্ষ্যে আমার বসাবে কি বিন্দু !
তুমি বন্ধু হবে? বন্ধু!
বসন্ত ফুটেছে মনের বনে সেই কবে
পারিজাতসহ উষ্ণ শিহরণ কারো মিলছে না সবে
আমি পরাজিত এক প্রেমহীন নিথর বুদ্ধু!
তুমি বন্ধু হবে? বন্ধু!
আগাম স্বপ্ন করে লালন বাঁধি মনে ঘর
আলেয়ার মিছে আশা না পেয়েও হয় চূরমার
ভাঙ্গাগড়া মন টানা হেঁচড়ার বেসামাল ধুন্ধু!
তুমি বন্ধু হবে? বন্ধু!
স্বইচ্ছের জেরে যদি কেউ আস বিলায়ে নিজেকে
চাঁদ তারা মেঘ বাতাসের বেগ প্রয়োজনে স্বর্গকে
এনে দেব তার চরণের পরে নিজে হয়ে দাস
রাখব তারে হৃদয় ঘরে প্রিয়া করে বারো মাস।
কেউ কি আছো, বাড়িয়ে হাত হতে আমার বন্ধু?
তবেই আমি, বন্ধু হবো তার, বন্ধু!

সীমানার এপারে ওপারে

দিলরোজ আফসানা

সীমানার,
এপারে আমি, তুমি ওপারে।
তবুও মনে হয়,
পাশাপাশি হেঁটে চলেছি।
হেঁটে চলেছি দুর্গম পথে,
হেঁটে চলছি মরু প্রান্তরে।
যুগের তৃষ্ণা নিয়ে ছুটে চলেছি দুজনে
বন থেকে বনান্তরে,
খোলা মাঠে, দূরের তেপান্তরে।
বহুদূরে, দূর থেকে দূরে ।
হারাবার নেই কিছু। নেই কারো ভয়।

স্রষ্টার গোচরে হেঁটে চলেছি দুজন
হাজার দৃষ্টির অন্তরালে,
বোঝা না বোঝার,
মেনে নেয়া, না মেনে নেয়ার
যুগের নিয়মের কোন্দলে
আমরা দুজন
বিজয়ীর হাসিতে সুখে আছি,
হেঁটে চলেছি পৃথিবীর বুকে।
হেঁটে চলেছি অজস্র জনপদে।
একান্তে। গভীর অনুভবে ।
বিনিসুতোর পবিত্র বন্ধনে
কবি আর কবিতার হৃদয়ের স্পন্দনে।

চির অভিশাপ

দীলতাজ রহমান

তোর জন্য লেখা সবগুলি কবিতা হারিয়ে গেছে
নতুন করে লিখতে চেয়ে পারছি না একবারও!
সেই তুই তো আগের তুই নেই, আমিও নেই আর তেমন পাগল
তবু উচাটন মন নিয়েই রবীর গান শুনছি, উত্তমের ছবি দেখছি
কিন্তু মিথ্যে কথার ঝাঁপি নিয়ে মন থেকেও আজ বেরোতে চাচ্ছিস না।
সত্যি বলছি, দিনটা আজ সেই তেমনি বেদম ঘোরলাগা!
যখন তোর ঠিকানায় ভুল করে চলে যেত আমার স-ব চিঠি!
মোবাইলে লেখা ক্ষুদে বার্তা যেত সব তোর ফোন নাম্বারে!
রোদের থেকে কুয়াশার মতো সারাক্ষণ বাঁচাই তোর সাথে সেই এক ঝলক দেখা !
তোর মিথ্যে কথাগুলো খুব মিস করি, এখন কাকে শোনাস্ সেসব!
আমার জন্য তোর আশীর্বাদটুকু এখনো আছে, সংরক্ষিত; বারবার খুলে পড়ি
'আমি বর দিনু, দেবী, তুমি সুখি হবে
ভুলে যাবে সর্ব গ্লানি বিপুল গৌরবে!'

আত্মরোদন

নন্দিনী খান

কতো ছল রোদনে
পুড়ে গেছে মন!
নিরাশার হতাশে
ভালো নেই ক্ষণ।

নিষ্প্রাণ দূরাশায়
আর কতো চলা
আর কতো অভিনয়
ভালো আছি বলা।

নানা রোগ দূর্যোগে
হয়ে গেছি ভীত
শোকের তাপেতে হৃদ
ক্ষত বিক্ষত।

নিষ্প্রভ হয়েছে মন
কতো ব্যথা সয়ে
স্বপ্নরা মরে গেছে
শত পরাজয়ে।

চন্দ্রমুখী

নাঈম মাহমুদ মিথেল

লাক্ষারসে সিক্ত হয়ে লাল শাড়ি আর লাল আলতা
পায়ে বধূ এসো তুমি লক্ষীন্দরের এই বাসরে।
হাতের লালচুড়ি ভেঙে যাবে প্রেমের সাইক্লোনে সিক্ত
হয়ে রিক্ত হবো তোমার নির্জাসে প্রেমের আসরে।
তোমার নিশ্বাসের কাঁপুনির নগ্ন হাওয়ায় হারিয়ে যাবো
মহাশূন্য হতে উবু হয়ে মুখ লুকাবো তোমার প্রান্তরে।
কবি কলম হয়ে নুয়ে পড়বে তোমার বুকে তুমি নগ্ন পাতা
মাহাকাব্য লেখা হবে তোমাতে।
তৃষিত অন্ধকারে ক্লান্ত পথিকের তৃষ্ণার জল তুমি আলো
হয়ে ফুটবে প্রভাতে।
তৃষ্ণার ব্যাকুলতায় তোমার জলে তোমার কাদায় লুটিয়ে পড়বো।
যমুনার ঢেউ হয়ে তোমার চরে আছড়ে পড়ে ভাঙনের খেলা খেলবো।
চন্দ্রমুখী তুমি বিলিন হবে আমার প্রেমের উত্তাল জলোচ্ছ্বাসে।
জলে প্রেমাগ্নি জ্বলে উঠবে আমি পোড়ে ছাই হবো
তোমার প্রেমের উচ্ছাসে।

গবেষণাগার ও লাভবান খামারী

নাজমুল হুদা

হালকা ঠাণ্ডার দেশে যখন জেগে উঠি
অভাবসিক্ত গবেষণার কেন্দ্রগুলো ইশারায়
ডাকে-ছত্র ছায়ায় লালিত কতগুলি অপুষ্টিজনিত অভাব।
যে অভাব কারো উঠোন হাসানোর কথা
লিঙ্গ চিহ্ন দোলনায় চিত করে হাত বুলাতে
বলে-মানবতার সন্ধানী কী রিসার্চ করবি?
ওরা আধা আলোতে ভুলের বয়ঃসন্ধিকাল ফেলে গেছে।
স্কুলের গণ্ডিতে কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগা যে অভাব
মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকে নিষিদ্ধ শব্দের প্ল্যাকার্ডে
দাঁড়িয়ে থাকে-যতক্ষণ ধর্মালয়ে ব্যথার চিৎকার না জমে।
পথে সারি সারি এক ঝাঁক আহত বিবেক
ডানা ভাঙ্গা পাখির মতো এগিয়ে যেতে যেতে
গবেষণাসিদ্ধ ডিএনের ধারালো শব্দের ময়নাতদন্ত
প্রস্তুতি সম্পন্ন করে-কবে মিটবে লজ্জিত অভাবের দাবি?
যে আমার সহধর্মিণী-
সনাতন পদ্ধতিতে দেহ গুনে অগোচরে লাভবান খামারী;
অতঃপর--
সেই নৈতিকতার আদি গবেষণাগার খসে খসে পড়ে
স্যাঁতস্যাঁতে রক্তে-লাল সবুজের পাকস্থলী প্রসব করে
বিচারহীনতার অপুষ্টিতে ভোগা একেকটি নাদুসনুদুস অপরাধ।

হে অধরা

নাসরিন ইসলাম

ইচ্ছেরা ডানা মেলে উড়াল দিলো, কথাছিলো
গড়বে নিরবিচ্ছিন্ন স্বপ্নীল আবাসভুম
আর স্বপ্নরা চুপিসারে দু'নয়নে চুমো খেলো
খুনসুটিতে কেড়ে নিলো কতশত রজনী হলাম নির্ঘুম।
সেই হতে ধীরলয়ে সহস্র ক্রোশ রক্তাক্ত
কন্টকময় পথ অনায়াসে দিয়ে পাড়ি...
অবসাদগ্রস্থ হৃদয় নীরবে নিস্তব্ধে মান-অভিমানে
দিয়ে চললো একের পর এক আড়ি।
আলো বর্জনে অমানিশায় হাতড়ে চলে
ফেলে আসা পাহাড় সম নৈঃস্বর্গীয় সুখ
নিবিড় মমতায় কাছে টেনে নেয় উচ্ছাসময়
জীবন বেলাভুমে সযতনে রাখা পরম স্মৃতিটুক ।
জনসমূদ্রের ঢলে খুঁজে ফিরে চলে
করোটির গহ্বরে মমত্বের পরশে অমূল্য বদন
হারানো স্মৃতি ধায় উজান-ভাটিতে হায়
নোনা জলে ভেসে চলে সাধের জনম ।
দিবানিশি তুলির আঁচড়ে এঁকে চলে
বিষাদসিন্ধু অন্তিমলগ্নে নিলয়-অলিন্দ্য জুড়ি
'হে অধরা' শুধু একটিবার! দাওনা ধরা
অন্তপুর দাবানলে ভস্ম সপ্ত আসমানে চললো উড়ি ।

হৃদয়ের চিত্রপটে

নাসরীন জামান

সেদিন ছিলো আশ্বিনের প্রথম প্রহর।
আমার আকাশ ছিলো নীল বর্ণে ছাওয়া।
এখানে ওখানে ছিলো সাদা মেঘের আনাগোণা,
বাতাসে ছিলো দূর থেকে ভেসে আসা
আমার মানস প্রতীমের উন্মুক্ত শরীরের গন্ধ।
আর, আমার মনে তখন জেগেছিলো
স্বপ্নরাজ্য ঘুরে আসার তীব্র বাসনার ঢেউ।

আমি কল্পনার পানসিতে পাল ওড়াই,
নিমিষেই চলে যাই দূর থেকে বহুদূর,
ঘুরে আসি মনের দিকহীন অচেনা সমুদ্দুর।
হাতে ধরা খোলা ডায়েরীর পাতা উল্টাই,
কালো আঁখরে আঁখরে গেঁথে যাই
বেলা অবেলার প্রেমের খেলার কাব্যমালা।
হৃদয় চিত্রপটে স্বপ্নের আঁচড় টেনে এঁকে যাই
আমার মানস প্রতীমের মূর্তিমান অবয়ব।
আমি হয়ে যাই অপ্রকাশ্য এক কবিতার কবি,
হয়ে যাই কল্পিত চিত্রের চিত্রকর।

হঠাৎ, কেউ এসে কড়া নাড়ে দরজায়,
বিমুগ্ধ স্বপ্নের ঘোর কেটে যায়,
অলীক স্বপ্নসুখ আচমকা হাওয়ায় মিলায়।
জীবনের প্রচ্ছদে খোলা চোখ পড়ে যায়,
দেখি, সুখের স্বপ্ন নয়, নয় কোনও প্রেমময় ছবি,
জীবনের চিত্রপটে জীবন জুড়েই এঁকে গেছি
ধূসর জীবনের শত কষ্টকথার আঁকিবুকি।

আকাল বোধনের কাব্য

নাসরিন সিমি

প্রতিটি সন্ধ্যায় তুমি চাঁদ হয়ে আসো
মেঘ হয়ে চলে যাও ভেসে দূরে
সমুদ্র স্নানের তৃষ্ণা আমার যুগান্তরের
পা ফেলে ফেলে হাঁটি শুধু সৈকতে
আমার তৃষ্ণা জল হয়ে ঝরে তোমার চোখে
আঙুল ছুঁয়ে মনে হয় পাহাড় ছুঁয়েছি আমি
তোমার বুকের জমিন সবুজ ঘাসের দেশ
চোখ বন্ধ করে ছুঁয়ে দিতে ইচ্ছে করে
তোমার হাসি আমাকে দুঃখ দিয়ে যায়
জানা নেই বুঝি সবাই তো পারে না সবকিছু
প্রেম ও প্রতীক্ষা নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে
অকাল বোধনের সময় পার হয়ে যায়
বিসর্জনের মধ্য দিয়েই সবকিছু শেষ নয়।

মায়া

নাসরিন পারভীন ঋক্তা

কেউ বলে মায়াজাল, কেউ বা মায়ামন্ত্র
আড়ালে কি এর রয়েছে নিখুঁত কোন ষড়যন্ত্র!!
নাকি মায়া এক লৌকিক ভদ্রতার নাম
ভেতরে কেবলই ফাঁপা, যাতে নেই কোন অন্তর প্রাণ!!
মায়া তিল তিল করে গড়ে ওঠা
এক নবজাতকের নিস্পাপ মুখ
রক্তপাতহীন উৎসবে
নিঃস্বার্থে বিলিয়ে দেয়া ধুপকাঠীর ধুপ!!
মায়া ছাড়িয়ে যায় তার পরিমাপের পরিসীমা
মায়ার প্রভাবে হারায় মানুষ নিজের নিজস্ব ছায়া!!
মায়া এক ভ্রম,অদৃশ্য চৌম্বক ক্ষেত্র
মায়ার ফাঁদে দিও না কেউ মন কিংবা সুনেত্র।

আজ এবং আগামির মুক্তিফৌজ: মনে রেখো

নাহিদা নাহিদ

জাতির প্রয়োজনে নির্দ্বিধায়
ভয় পেওনা আঙুল তুলতে
বিবেককে জাগ্রত করে
ফিরে দেখো ৭ই মার্চ
ফিরে দেখো রেসকোর্স ময়দান
ফিরে দেখো একজন পিতা
যাঁর বজ্রকণ্ঠে ছিলো মুক্তিবার্তা

"প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল
তোমাদের যা কিছু আছে তা-ই নিয়ে
শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে
এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু
আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি
তোমরা বন্ধ করে দেবে"

গুণ'দার কবিতায় আছে
'গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনাল তাঁর অমর কবিতাখানি
"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

সেই থেকে "স্বাধীনতা" শব্দটি আমাদের
রক্তে স্নায়ুতে জয়ের অখন্ড উৎফুল্লতায় ঠিক এভাবেই
একজন "আমি" একজন "বঙ্গবন্ধু"

বাল্মীকি ও শূর্পণখা

নির্মলেন্দু গুণ

যদি চারজন রমণীকে ভালোবাসো তুমি,
যেন ঐ চার-জনার একজনা হই আমি।
যদি তিনজন রমণীকে ভালোবাসো তুমি,
যেন ঐ তিন-জনার একজনা হই আমি।
যদি দুইজন রমণীকে ভালোবাসো তুমি,
যেন ঐ দুই রমণীর একজনা হই আমি।
যদি শুধু একজনকেই ভালোবাসো তুমি,
তবে আমি যেন হই সেই কবির কামিনী।
আর যদি কাউকেই ভালো না বাসো তুমি,
তবে যেন আমি বাল্মীকির শূর্পণখা হই।

আমি তোমার জন্য

নিল হাসান

আমি তোমার জন্য আমার পৃথিবী
ডান হাতে ছুড়ে দিয়েছি ।
সূর্যকে বা হাতে আড়াল করে
একটু ছায়া ফেলেছি।
ডান হাতে হারিয়েছি
বা হাত পুড়িয়েছি।
তবু তুমি এসে
একটু দাঁড়াওনি সে ছায়াতে।
অথচ তুমিই বলেছিলে
একটু ছায়া দাও আমায় দাঁড়াতে।

অবয়ব

নিলুফা জামান

আঙ্গুল খুঁজে মরে আঙ্গুলের ঠিকানা
চোখ দুটো আরও দুটো চোখের অভাবে শুষ্ক প্রায়,
ঠোঁটের আকাঙ্ক্ষা জেগে জেগে কতবার নিভেছে অনাদি সুর
ক্ষনিক মৃত ক্ষণিক বাঁচা
পুড়ে যাওয়া রোদ জীবন, পোড়া মন সংশয়।
মিহি সুতো কাঁটার আক্ষেপ বুকে নিয়ে বেঁচে থাকে মনস্তাপ'
আমাদের এই দুঃসময়ে, আস্তিন জুড়ে বিচ্ছেদ
তথাপি সম্পৃক্ত ভাবনায় মিশে থাক তুমি।
এমনও দিন চলে যায় তুমিহীন রাতের কোণে
এমনও ঘুম ভেঙ্গে যায় তোমার গোপন চোখের আড়ালে
বার বার দীর্ঘশ্বাস বেশুমার
একটা পরিচিত মুখ খুঁজে মরি
তোমার....

প্রতিপলে, প্রতিক্ষণে

নূরহাসনা লতিফ

সারা দিনের শ্রম খাটা সাধারণ মানুষ
অন্যরকম হয়ে যাই যখন কবিতা লিখি
কবিতার পোশাকি শরীরে রচনা করি
অন্য জগতের মানুষকে।

যার প্রয়োজনের অন্ত নেই,
এটা দাও, ওটা দাও অস্থির চিত্ত
সমস্যাগুলো এলোমেলো ঝড়ের মত
সমাধান খোঁজে প্রেয়সীর কাছে।

ভাল-মন্দ সব দোষ চাপানো হয়
জীবনসঙ্গী মানুষটার মাথায়
মুখ বুঝে সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই।
শরীরে সুস্থতার লক্ষণ থাকলে
মুখে থাকে প্রসন্নতার ঝিলিক।

মোক্ষম অস্ত্রটা তখনই চালায় প্রেয়সী
আর কত জ্বালাবে আমাকে?
যদি আগে যাই বুঝবে মজা
প্রতিপলে, প্রতিক্ষণে।

আমার সাদা শাড়ি

নূরুন্নাহার নীরু

বলেছি বাতাসের সাথে মিতালী করিস নে।
ও শুধু তোকে উড়িয়েই নিয়ে চলবে।
কখনো পাহাড় চূড়ায়
কখনো ঊর্মিদোলায়
কখনো বা রঙিন সমুদ্র পাড়ি দেয়ার মাস্তুলে।
আসলে ওর কাজই ভঙ্গুর সময়ে ভগ্নরথে চলা!
দুষ্টু বাতাসের পাল্লায় পড়ে কতবার ঘা খেলি!
ফণীমনসায়-ফুটো হলো কতবার হৃদয় আঁচল
গোলাপ সে দৃশ্য দেখে হেসেই কুটপাট।
তাই বলে কি সে-ও কাঁটাহীন?
দুষ্টুবাতাসের সখ্যতা কি ওর
সাথেও নেই!
যদিও সে ছড়িয়ে দিয়ে মাতিয়ে রাখে গোলাপের মোহনীয় সুবাস
সময়মত পাঁপড়ি ঝড়াতেও সুদে-আসলে কুণ্ঠিত নয় মনে রাখিস
ঐ নষ্টবাতাস কতবার উড়িয়ে নিল
ডুবিয়ে দিল
শেওলা ধরা বদ্ধ কুয়াটার এঁদো জলে
কত সাদা শাড়ি!
তবু ফুরফুরে বাতাসে খিলখিলিয়ে উড়েই চলেছিস
যাতে নেই আদর্শের মাদকতা-
সৌন্দর্যের পেলবতা,
নেই গঠণের শৈথিল্যতা!
বোধ করিস পেরেকে বাঁধা
উঠোনের রশিটা বুঝি তোর উড়িয়ে ঘুড়িয়ে চলার রুদ্ধদ্বার?
এইতো! পড় এবার পড়ে যা।
সুড় সুড় করে দড়ির গা ঘেঁষে
একেবারে উঠোনের কাদা-জলে মেখে একাকার হয়ে !
থাক; পড়ে থাক স্তুপীকৃত কাপড়ের পুটলি!
মূহূর্তে ভুলিয়ে দিলি
তুই-ই যে ছিলি আমার একান্ত সাদা শাড়ি

অদ্ভুত মন্ত্রবলে

পপি ইসলাম

জীবন জীবনের মত বহমান
আমি রোজ রোজ তার
পায়ে জড়িয়ে দেই পরাজয়ের শেকল
তবু অদ্ভুত মন্ত্রবলে মুক্ত জীবন
মুচকি হাসছে।
যেতে হবে বহুদূর
খাঁচার ভেতর ছটফট করে
মন আমার।
যে দিকে তাকাই শুধু ব্যর্থতার ক্রন্দন
এর থেকে মরে গেলে
মিলে যেত সুখ।
বেহায়া জীবন হাসে
পথ চলা শেষ করে অনন্ত সূর্যাস্ত ।
চারিদিকে ঝিকিমিকি মণি মুক্তার প্রলোভনে
কত আয়োজন জীবনকে দিতে ব্যর্থতারগ্লানি
আহা জীবন আমার
থামবে না সে মরণের আগে
জয় পরাজয়ের খাতা ছুঁড়ে ফেলে দূরে।

ঝিনুকের টানে

পল্লবী পান্ডা

মহাশূন্যের যে প্রান্তে স্বপ্নের ঘোরাফেরা
সেই আকাশের বুক চিরে খাতা ভর্তি করিব
ছায়া মানুষের চোখের পাতায় ফেরিওয়ালার রং
ঝড়ের স্মৃতি টেনে এখনো তার সিকি ভাগের সংসার
অনির্জন সৈকতে রোজকার বেচাকেনায়
জোলো বাতাসের গন্ধ মেখে ভেজা চোখের জল
আর সর্বহারা উদ্বাস্তু এক নাবিক এর দল
ফেনায় ফেনায় যা কিছু মিলে মিশে গেছে
সেই সমুদ্র চিহ্ন থেকে ঝিনুক খুঁজে আনে ।

আমি

প্রিয়াংকা খান

আমার আমি তো
অনেক অনেক ভাল
হিমালয় এর মতো
দৃঢ় ও শান্ত আমি।

প্রজ্ঞা বুঝি না,
বুঝি না অবজ্ঞা।
আমার জানার সীমানা নেই,
নেই আর্তনাদের ভয়।
আমি দৃঢ় ও শান্ত।

আমি সংকল্প করতে পারি
পারি উত্তর মেরু হতে
দক্ষিণ মেরু পারি দিতে।
আমি নম্র আমি প্রজ্ঞাময়ী।

আমি অকুতোভয় বালি কি না
পাথর নই শিকরে গড়ে উঠা কাঠ
আমার দৃঢ়তা আমাকে নিয়ে।
ফুল বা কান্না নই যে ঝড়ে যাবো
মাটিতে গড়া দেহ পিঞ্জিরায় বন্ধী
আছে রক্ত, আছে মাংস আছে হৃদপিন্ড
ইচ্ছের চাকা ঘুরালেই ঘুরবে জীবনের চাকা।
আমি আমার সব।

মরণ বড়ো প্রিয়

ফলক

মরার জন্য পাখিটা বড়ো ছটপট করছে
বড্ড অস্থির হয়ে উঠেছে সে
জীবনের এই যন্ত্রণা থেকে সরে দাঁড়াতে
কিন্তু মরণ তার কাছেও ঘেঁষছে না আজ।
অথচ
এই সেদিনও ওই মরণ থেকে পালাবার কত সাধ ছিলো তার বুকে
ঘর একখান বাধবে সুখে সেই মঙ্গলগ্রহে গিয়ে
সম্ভব হলে সিঁড়ির পর সিঁড়ি লাগিয়ে হাজার তালা দিয়ে।
চলন্ত সিঁড়ি ক্যাপসুল
লিপ্ট কত স্বপ্ন ছিলো তার অনাহত।
চাঁদকে আর মাথার উপর দিয়ে নয়
দেখবে এবার তাকে নিচের দিকে চেয়ে,
আর সূর্য?
জ্বলাপোড়া ওই আগুনের কুন্ডটা না হয় থাকলোই তোড়া দূরে মাথার উপরে,
তবে-
রোদ বৃষ্টি দিয়ে জ্বালাতে নয়
সাধের বানানো তার সারা ঘরটাকে দিনে রাতে আলোকিত করে রাখতে।
হয়েছে তার ষোলকলাই আজ পুর্ণ
কেবল মঙ্গলে কেনো পুরো এগারোটি গ্রহেই আজ তার হয়ে আছে
একখান করে বাড়ি গাড়ি নারী,
গাদা গাদা সুশ্রী সুন্দর কত কি যে আহারি বিহারি,
আছে ফুল ও ফলের নানা বাগান ও বাগিচার শত আড়াআড়ি।
কিন্তু
সাধ যে আজ তার হয়ে গেছে যত
বিড়ম্বনার শত বিভৎস আনাড়ি।
না,
শোকে দুঃখে নয়
উপচে পড়া অতিশয্যার সুখানন্দ সৌরভে।

শিকলে বাঁধা মন

ফরিদা ইয়াসমিন

আমি তো-
শিউলী কিংবা বকুল নই তবু কেন
ভোরের শিশিরভেজা ঘাসের পরে
স্বপ্নের পাপড়িগুলো ঝরে ঝরে যায়?
আমি তো-
আঁকাবাঁকা ছুটে চলা দুরন্ত সাগর নই
তবু কেন উত্তাল ঢেউয়ের তালে তালে
হৃদয়ের নোনাবালির পাড় ভেঙে যায়?
আমি তো-
পাহাড়ের বুক-চেরা চপলা ঝর্ণা নই
তবু কেন পাহাড়ি ধসে চাপা পরে
হৃৎপিন্ডে ঢেউ খেলা উচ্ছল ভাবনাগুলো?
আমি তো-
শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ বারবার
অশ্রুকণা হয়ে প্লাবিত করে দেয়
অনুভুতির শিকলে বাঁধা মনটাকে?

অভিমান

ফাইজুল ইসলাম নয়ন

শুধু তোমার একার নয়,
অভিমানতো আমারও হয়।

আমার বুকেও ঝড় বয়,
আছো তবু নাই- এ বড্ড বেদনাময়।

ভালোবাসার অভিযানে কারো হয়নি জয়,
অভিমানের অভিধান কারো একার নয়।

বিমূর্ত এই বিষাদ ক্ষণে কে কার পাশে রয়?
তুমিও একা আমিও একা হৃদয় পুড়ে ক্ষয়।

কারণ ছাড়া অভিমান এখন কেনো ভয়?
নাকি এসব ছলাকলা নিছক অভিনয়!

ভুলে ভরা মান-অভিমান কেমন করে সয়!
অভিমানেই ভালোবাসা বুঝিবে নিশ্চয়।

ভুলটা তোমার নাকি আমার এখন খোঁজার সময় নয়,
হার মেনেছি তোমার জিদে তাতেই আমার জয়।

ভুলে না হৃদয়

ফাতেমা সাইফুল বীনু

নীল আকাশে আগুনের ফুলকি,
আচমকা দেখা দেয়,
মিলিয়ে যায় তখনি।
এতো দ্রুত ঘটে যায়,
কখনও মনে হয় ভুল,
মনের ভুল, নয়তো চোখের।
বুকের ভিতরে কেঁপে ওঠে,
জ্বলে উঠতে উঠতে নিভে যায়,
বুঝার আগেই মিলিয়ে যায়,
আফসা ফ্যাকাসে দেখায় সব।
চোখ মুছে বার বার অক্লান্ত চেষ্টা,
প্রতিনিয়ত ব্যর্থ হয়।
আঁচর কাটা দাগ
দৃষ্টিগোচর না হলে
অনুভবে স্পষ্ট হয়,
দিন পেরিয়ে গেলেও
আলাভোলা মনের ভিতর
ছুটোছুটি, ছটফট, তছনছ সব,
ভুলে যাব ভাবলেও
ভুলে না হৃদয়।

কাঞ্চনজঙ্ঘা

বাদল মেহেদী

ভুলেই গেছি একদিন আমার 'তুই' ছিল
বললাম তাকে, যাবি নাকি আমার সাথে?
কোথায় যাবো?

নরকে।
বেশতো চল্। সাবলীলায় বললো সে।
সেই মেয়েটি তুই থেকে তুমি হলো।
বললাম তাকে, চলো না যাই।
মেয়েটি বলে, কোথায় যাবো?

কাঞ্চনজঙ্ঘা।
নিজের শরীর দেখিয়ে বলে,
পেটটা আমার পাহাড় সমান উঁচু
কাঞ্চনজঙ্ঘায় ওঠা এখন ভীষণ কঠিন
নিজের পাহাড় দেখেই কাটাই পারি যদ্দিন।

বেশ, কাটাও। চললাম একাই।
পক্ষকাল কাটিয়ে যখন ফিরলাম বাড়ি
পাহাড় থেকে নেমে আসা এক মানবশিশু
আমার কোলে ধরিয়ে দেয় নার্স রেবেকা
বললাম তাকে, মেয়ে পেলাম মা কোথায়?

মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি চোখদুটি তার ছলছল
কান্নাভেজা চোখে বলে, তিনি তো নেই।

কোথায় গেছে?
কাল বিকেলে ছিল তার অন্তিমযাত্রা
যাবার আগে বলে গেছেন,
যাচ্ছি আমি কাঞ্চনজঙ্ঘা।

অন্য দেশে যা

মহিউদ্দিন হেলাল

এদেশ যদি অপ্রিয় তবে অন্য দেশে যা
তবু আমার মাতৃভূমির নিন্দা করিস না
আমার দেশে হিন্দু মুসলিম এক প্লেটে খাই
বৌদ্ধ খ্রিষ্টান মগ মারমা সবাই সমান ভাই।
তবু কেন এ'বাঁধনটাকে আলগা করে দিস
নিজ স্বার্থে বাংলার গায়ে কেন বিষ ঢালিস
আমার দেশে সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘু নাই
আজও তাই দরাজ কণ্ঠে সাম্যের গান গাই!
ঈদ পূজা বড়দিন আর বৌদ্ধ পূর্ণিমায়
কত রঙের উৎসব হয় বাংলার প্রতি গাঁয়,
এক কাতারে আউলিয়া পীর, ঠাকুর ও ঘোসাই
এমন মৈত্রী বিশ্বমাঝে আর কোথাও নাই।
তবু রে তুই স্বার্থের লাগি ঘৃণার আগুন জ্বালাস
নরাধম তুই কূটকৌশলে চাস মানুষের লাশ
ঘৃণিত এক নিন্দুক তুই পরশ্রী কাতর
দেশমাতৃকার কলঙ্ক তুই, পাষণ্ড বর্বর।

সোনালি সেফটিপিন

মাহবুব খান

একদিন মনোহর সোনালি সেফটিপিন
ইশারাতে ডেকে বলে-আমাকে নিতে পার
তোমার প্রেয়সীর কাছে-
যে রাজকন্যা পাকা পেয়ারার রঙে
সোনালি হয়ে আছে!

দেখো-তার দোপাট্টায় আমি রবো মুখগুঁজে
বাতাসের সাধ্য নেই
সাজ তার এলোমেলো করে।
বেণীর আগায় ফুরফুরে লালফিতে
ইকেবানার সাঁজে সাজাবো
আরক্তিম রঙ দেবো তার চুলে
রক্তজবা ও নিস্প্রভ হবে তার রঙে।

বেনারসি ভাঁজে তার অতন্দ্র প্রহরী হবো
কুঁচির ফাঁকগলে ফেরারি বাতাস
যেন না ছোঁয় তারে।
লক্ষ্মীহাতে তার নীলচুরি সাজাব বাহারে
সোনালি সুতোর মায়াডোরে।
রিনিঝিনি বাজবে বধুয়া মধুর আলাপনে।

তার শেমিজের হুক খুলে গেলে শুভ্র বুকের উর্বর নদীচরে
হৃদস্পন্দন শুনবো কানপেতে বাতাসের গান হবো কাশফুল বুকে।
মসৃণ নাভির উত্তাল ঘূর্ণির কাছে নির্ঘুম প্রহরী হবো
কোন জাদুকরি গিট খুলে গেলে
পাহারায় থাকবো নিরন্তর
কাকচক্ষু নীলজল-পদ্ম সরোবরে।
কখনো যদি আরো কোনো হুক খুলে যায়
নকশীকাঁথার মমতা মিশিয়ে জোড়া দেবো তারে
আন্দিজের চূড়া-খাঁজে ভাঁজে বৃষ্টির গান হবো পরম আদরে।

বুনোহাঁস বুক তার ঘেমে গেলে
ভেজাবুক দেবো মুছে
বুকে তার ঠোঁটফুল ফুঁটাবো রঙিন
গাঢ়প্রণয়ে মিশে যাবো সোনালি সেফটিপিন।

আমার এ বাংলাদেশ

মাহমুদ তালুকদার

আমার এ বাংলাদেশকে তোমরা চেনো?
ছাপ্পান্ন সহস্র বর্গমাইল জুড়ে যার শরীর,
হিমালয়ের বরফগলা জলে শিরটা ধুয়ে
পদতলে বঙ্গোপসাগর নূয়েছে মহাশির।
আমার এ বাংলাদেশকে তোমরা চেনো?
পলাশীর প্রান্তরে বেঈমানের ক্রুর উল্লাস
মেরুদন্ডহীন জাতীর অসহায় দর্শণে
দেশপ্রেমিকের অতৃপ্তির শেষ নিঃশ্বাস।
আমার এ বাংলাদেশকে তোমরা চেনো?
দস্যু ফিরিঙ্গীর ত্রাসের যাঁতাকলে পিষ্ঠ
ধর্মের ভাই বনে যাওয়া পাঞ্জাবীদের
পদতলে চিরে চ্যাপ্টা ব-দ্বীপের ক্লিষ্ট।
আমার এ বাংলাদেশকে তোমরা চেনো?
পিতার' এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম',
পিতার' তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে'
জনতার' আমরা প্রস্তুত দিতে সব আঞ্জাম'।
আমার এ বাংলাদেশকে তোমরা চেনো?
ক্ষত-বিক্ষত আর রক্তাক্ত এক দেহনাম,
শত্রুর বুলেট, বেয়নেট, গ্রেনেডে মিশা
'অচ্ছুত বাঙ্গালী' তকমা জুটা বদনাম।
আমার এ বাংলাদেশকে তোমরা চেনো?
এক সাগরের রক্তে হাবুডুবু খাওয়া দীর্ঘশ্বাস,
গলিত লাশ, হাড্ডি, মজ্জায় মিশে থাকা
নিস্পাপ আত্মার কপালে জুটা এক ত্রাস।
আমার এ বাংলাদেশকে তোমরা চেনো?
লাখো শহীদের আত্মার বিচরণে ধন্যভূমি
লাখো গাজীর পদচারণায় মুখরিত হওয়া
লাখো ধর্ষিতার পূত পা করে বারবার চুমি।

আমার এ বাংলাদেশকে তোমরা চেনো?
অন্যায়ের ঘাড়ে গর্জে উঠা দ্রোহ-প্রতিবাদ
হয়ে উঠেছে আজ প্রতিরোধের মডেল
যা মুহূর্তেই দুমড়ে দেয়ে শত্রুর যত বাধ।
আমার এ বাংলাদেশকে তোমরা চেনো?
সবুজের বুকে গড়া ফুল-ফসলের মাঠ
হাওড়-ডোবা-পুকুর-নদী-বিল-খালে
গোয়ালা-গোলায় রয় আশারা ভরাট।
আমার এ বাংলাদেশকে তোমরা চেনো?
শত নদীতে বহা বাহারী নায়ের সমাহার
পাল্লা দিয়ে চলা কচুরী, শেওলা, জঞ্জাল
সুর দ্যোতনায় মন ভাটিয়ালি গানে উজাড়।

আমার এ বাংলাদেশকে তোমরা চেনো?
তখনো সূর্য হাসে না, আজানের মূর্ছনায়
পাখির কলকাকলী, কৃষকের মেঠো পথ
গেঁয়ো বধু আঁধার সলকে উনুনে বেগেধায়।
আমার এ বাংলাদেশকে তোমরা চেনো?
বিদ্রোহী কবির অগ্নিঝরা কবিতার গান
জীবনানন্দের কলমতুলিতে আঁকা ছবি
পল্লীকবির পল্লীগানে জেগে উঠে যার প্রাণ।
আমার এ বাংলাদেশকে তোমরা চেনো?
খেটে খাওয়া মানুষের প্রশান্তিময় স্বর্গ,
লুটেরা-মজুতদার-মহাজনের ভাঁড়ার
দ্রোহের আগুনে পুড়ে খাঁক হওয়া মর্গ।
আমার এ বাংলাদেশকে তোমরা চেনো?
আমার দেহমন, আমার শ্বাসে অক্সিজেন
লাল সবুজ পতাকার পত পত ধ্বনীতে
জিইয়ে রাখা আমার শ্বাশ্বত ধ্যান-জ্ঞান।

আত্মবিশ্বাস

মাহবুবা ফারুক

ভালোবেসে কেঁদেছি সারাজীবন
কারণ চোখে জল নিয়ে জন্মেছিলাম
কিন্তু এই জলে তো দুঃখ নেই
আছে প্রেম আনন্দ আছে ভালোবাসা
তাই তো। তাইতো জন্মেই
চিৎকার করে পৃথিবীকে বলেছিলাম
আমি ভালোবাসা নিয়ে এসেছি
জগতের কোনো কষ্ট আমার
ভালোবাসাকে জয় করতে পারবে না
আমি হার মানাবো সব দুঃখদের
এসেছি ভালোবাসায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে
ভালোবাসা আমার প্রয়োজন নেই
আমি বিলিয়ে দেই সুখ
যত পারো দুঃখ দাও; দাও বেদনা
সব সয়েই আমি জীবনকে ভালোবাসবো
আমাকে ভুলে যাও আমিই মনে করে দেবো
দেখ আঘাতে আঘাতে যতবার কুঁকড়ে উঠি
যতবার হোঁচট খেয়ে পড়ি
ঝেড়ে ফেলি সংশয় আর বেদনার ভার
মুছে ফেলি ক্ষত দেহ ও মনের
ছোট ছোট ভালোবাসা যখন ছুঁয়ে দেয় এসে
আমি তখন সাহস নিয়ে সামনে তাকাই
ধুলো থেকে উঠে দাঁড়াই স্বপ্ন দেখি
হাঁটতে থাকি শক্তি সঞ্চয় করে
একদিন জয় করবো নিশ্চয়
একদিন জয় করবো দুর্বোধ্য মনপাহাড়।

তবুও ভালোবাসার স্বপ্নরা জাগে!

মাহমুদুল হাসান খান

তুমি বললে...
ভালো থেকো!
কেউ বলেছিলো ভুলে যাও
আনন্দ বেদনায় পাওয়া না পাওয়ার বিরাট সমঝোতায়
বেঁচে থাকা যতোটা অসম্ভিকর সহজ,
জীবন থেকে পালানো তত সহজ নয়!

শুধু "ভালো থেকো" উপদেশ মানতে
ইচ্ছে করে হুঁইসেল বাজিয়ে ভুলা যায়?
অন্তত আমি পারছি না!

কেউ হয়তো পেরেছিলো...
মনে রাখলেতো...
ভুলে যাবার দায়!

তুমি দায়সারা রাত জেগেছিলে
মুঠোফোনে জাবর কাটাই ছিলো সব,
অন্তঃসারহীন ছিলো মুখসৃত কথামালা?
আমি তারপরও বিশ্বাসেই আছি, বাড়লো কষ্ট জ্বালা!

আমিতো জড়িয়েই গেছি...
আর কেন এতো বারণ!
একটু প্রাণ খুলে ভালোবাসতে দাও!
ভালোবাসায় এতো প্রতিন্ধকতা ভালো লাগে না!

ভালোবাসায় সম্পর্কের একটা মায়া আছে,
অবসরে ভেবে দেখো?
শত দিগন্তের ওপারের তুমি তবুও কত কাছে!
যেন ভোরের দরজায় আমি দাঁড়িয়ে!

আমি বার বার দুয়ার খুলে
প্রত্যাখাত হই, ভালো লাগে,
তুমি আসবে না তবুও আশায় বুক বাঁধি
তবুও ভালোবাসার স্বপ্নেরা জাগে!

দু'নারীর ভালোবাসায়

মাহফুজার রহমান মণ্ডল

চোখ দু'টি তার মিটমিট করে জ্বলছে
বাঁকা ঠোটের হাসি তার মুক্তোর দানা ঝড়ছে,
কেশগুলো এলোমেলো বাতাসে দুলছে
সে আমার পানে চেয়ে চেয়ে কি যেন দেখছে।
বর্ষাকাল বটে, ঝড় ঝড় বারিধারা ঝড়ছে
বৃষ্টির ছন্দে কানেকানে কি যেন সে বলছে,
হঠাৎ মেঘের গর্জন, বাঘ যেন বন ছাড়ছে।
মা এসে দরজায় ঠক ঠক শব্দ করছে
বাবা বাবা বলে মা আমার ডাকছে,
দরজাটা খুলে দেখি মা আমার কি যেন ভাবছে
আর বলছে, খোকা তোমরা ভয় পেয়েছিলি?
আল্লাহ্‌র নাম জপো আমিও জপছি।
না, মা আমরা ঠিক আছি তোমার আশীর্বাদে,
ফিরে যাও মা তোমার নিজ শয়ন কক্ষে।
ক্ষণিক পরে পার্শ্বে থাকা সহধর্মীনির চোখের চাহনি,
জরায়ে ধরে বলে ভয় করে আমায়, নিলাম বুকে টানি।
এলোমেলো কেশগুলো জড়িয়ে ধরলো আমায়
তার শোনা কথাগুলো বলছে ভালোবাসি তোমায়,
বাদলের ধারার ছন্দে ছন্দে আমিও বললাম ভালোবাসি,
ভালোবাসি ও প্রিয়সী তোমায়।
দু'নারীর ভালোবাসায় সিক্ত আমার মন,
পাখির মত উড়তে চাই এই আমার পণ।

চির বন্ধন

মিজানূর রহমান

রক্তলালে মিলায়ে বিধি গড়লেন পরিবার,
শূন্য ভুবন পূর্ণ করেন সংসার করিবার।
বাবা মাকে তৈরি করেন স্বর্গ মাটি দিয়ে,
বন্ধন চির রাখতে অটুট মন্ত্র দিলেন বিয়ে।

ভালোবাসার ফসল দিলেন ছেলেমেয়ের ধারায়
নারীর দেহের রক্তে মাংসে জন্ম দিলো বাড়ায়।
দুগ্ধ বুকের পান করায়ে শিশুর বেড়ে উঠায়,
জীবন নামের ফুলের বনে কলিরঙে ফোটায়।

শক্তি জ্ঞানে ভরিয়ে দেন অবুঝ শিশুর মন
বুঝতে শেখায় ভালো-মন্দ যতো আপনজন।
দাদা-দাদী নানা-নানী বাবা-মাকে চেনান-
বন্ধু-বান্ধব ভাই-বোনকে আপন বলে জানান।

এমনি করে ছড়িয়ে দেন সারাবিশ্ব কূলে-
স্বার্থ টানে লাটাই ছাড়ে দূরে সরে ভুলে।
এইতো ভবের চির বন্ধন মায়ামমতার খেলায়
কেউবা উঠে কেউবা নামে দুঃখ সুখের ভেলায়।
একি গাছের ছায়াতলে থাকতে শেখান যিনি
পরিবারের বাঁধন দিলেন উপরওয়ালা তিনি।

হৃদয় চৌচির

মিনহাজ নজরুল

ভবাকাশে ফিরে ফিরে
শীত, বসন্ত আসে,
মনাকাশে চৈত্রই
ফাটে অনন্ত মাসে।

শ্রাবণের মেঘে যত
বরিষারা ঝরে,
প্রাণ তবু হিম নয়
হরিষারা মরে।

কৃষ্ণচূড়া যত রাঙে
মনটা তো রাঙে না,
তোমা নিয়ে স্বপ্নময়ী
ক্ষণটাতো ভাঙে না।

প্রকৃতির রূপ যত
উচ্ছ্বাসে ফূর্তিময়,
মন তবু পড়ে রয়
তমসায় মূর্তিময়।

শান্তির পায়রা ওড়ে
দিগন্ত মাঠে,
অশান্তির ঘোরে তবু
জীবন তো কাটে।

নীহারিকা নীলাকাশে
মিটিমিটি হাসে,
হৃদপটে কষ্টের
কু স্মৃতিটি ভাসে।

কোকিলেরা ডেকে যায়
স্বতানের ঝংকারে,
মনপুর পুঁড়ে তবু
শ্মশানের অঙ্গারে।

উড়ালকুমার উড়ালকুমারী

মুহম্মদ নূরুল হুদা

জন্মেছিলাম যদিও তোমার জন্যে,
এ কায়াজন্ম চড়কের শূলে হন্যে;
উড়ালকুমারী কোথায় উড়াল বলো তো?
মনোসংসারে? বুনোপথে? জনারণ্যে? ৪

মেরুদন্ডের ঠিক মাঝখানে বড়শি,
বিঁধেছে আমাকে দশদিকে মহাকর্ষী,
সুমেরু কুমেরু ভ্রমণ-রমণ হলো তো;
খোলা জোড়া চোখ, নই শুধু দূরদর্শী। ৮

লালন করেছে তোমাকে যেহেতু সন্ত
তারায় তারায় একতারা প্রাণবন্ত
জলেজঙ্গলে জলতরঙ্গে পড়শি;
শুরু আছে, শুধু নেই ভ্রমণের অন্ত। ১২

সমান্তরাল উড়াল তবে কি মায়াজাল?
শিখিনি সাঁতার, সাঁতরাই তবু মহাকাল।
আমরা দুজন নই দুজনের কায়াজাল।
ভুবনে ভুবনে পাতা আমাদের ছায়াজাল। ১৬

কায়ায় কায়ায় ছায়ায় ছায়ায় এই মায়া
উড়ালকুমার উড়ালকুমারী আবছায়া। ১৮

একটি শোক সংবাদ

মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ

১.
ফজরের সালাতের পর তখনও
মুসুল্লিরা বের হয়ে আসছেন
আর একটি শোক সংবাদ নিয়ে জামে মসজিদের দরজায়
অবসন্ন দেহে
কাঁদো কাঁদো অস্ফুট স্বরে ইমাম সাহেবকে বললো–
হুজুর! আমার যে বোনটি আছে না–
ও মরে গেছে! ও চলে গেছে–
মসজিদের মাইকে একটু বলে দিন না
ওর জানাজায় সকলকে শরীক হতে
আমার বোনের নাম সুমাইয়া, বয়স ২৫
সে স্ট্রোক করেছে, সে মরে গেছে

জানাজার সময়টা বলে দিন
সকাল ৮.০০টায়, নাহ্ ৯.০০টায় কিংবা ১০.০০টায়
হুজুর আপনিই যা খুশি বলে দিন
আমার বোনের মৃত্যুর সংবাদ।

হুজুর সান্ত্বনা দিয়ে আশ্বস্থ করলেন এবং বললেন-
আত্মীয় স্বজনকে সকাল ১০.০০টায় উপস্থিত হতে বলুন।

২.
চারিদিকে সুনসান নিরবতা
দূর থেকে গম্ভীর এক কণ্ঠে ভেসে এলো...
'একটি শোক সংবাদ' একটি শোক সংবাদ..

যুবকটির ভেতরটা কেঁপে উঠলো
দ্বিতীয়বার শব্দযন্ত্রের শব্দটি শুনতে পেয়ে
বুকফাটা কান্নায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় সে।
দিশেহারা পাখির মতো উড়তে লাগলো
খুব কাছে এসে দাঁড়ালো।

চারিপাশে কান্নার রোল, মায়াবী একটি শ্রেষ্ঠ মুখ
কী যেন বলতে চেয়েছিল সে।
আর আমি! আমার তো বলাই হলো না।

যে স্বপ্ন এঁকেছিলাম হৃদয়ে
অপলক চোখে চেয়েও থেকেছি
নিদারুণ সৌন্দর্যের শুভ্র জ্যোতি মেখে
চিবুকে রেখে হাত, মিশিয়ে দাঁতে দাঁত
অপেক্ষায় থেকেছি দিনের পর দিন
মাসের পর মাস, বছরের পর বছর
সময়ের দোলাচলে আজ তা ইতিহাস।

এইতো সেদিনও তার বাড়ির সামনে দিয়ে
স্নাতকোত্তর এর সনদপত্রের মূল কপি
নম্বরপত্র, প্রশংসাপত্র, পাসপোর্ট সাইজের ছবি,
জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপিসহ যাচ্ছিলাম
হঠাৎ দেখা হলো,
চোখে চোখ রেখে অপলক দৃষ্টিতে আমি আর সে
মুখে লাজুক চাহনী আর মিষ্টি হাসির রেখা
নিমিষেই আড়াল হয়ে গেল।
আমি দ্বিতীয়বার তাকাতেই ভালোলাগার
ছলাৎ ছলাৎ ঢেউয়ের দোলায় বলিষ্ট পায়ে এগুচ্ছিলাম।
সেদিনও ভুল করে কী যেন এক ঘোরে
ভিন্ন রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে বড় ক্লান্ত
তবুও বলা হলো না–

চাকুরির ইন্টারভিউটা এবারও ভালো হয়েছিল
ইন্টারভিউ বোর্ডের সকল প্রশ্নের উত্তর শুনে
সকলেই আমার তারিফ করলেন-
বললেন– বাহ! দারুণ
ভেবেছিলাম এবার বুঝি চাকুরিটা হয়েই যাবে
পরে শুনলাম হেভীওয়েটের ফোন এসেছিল

বাবার চোখ রাঙানী, মায়ের ফিসফিস করে আওয়াজ
এবার চাকুরিটা হবে তো বাবা!
ছোট একটি ভাই আর ইন্টারমেডিয়েটে অধ্যয়ন করছে বোন শিরিন
ওরা চাতক পাখির মতো তাকিয়ে আছে
নানান পরিকল্পনা ওদের
বড় ভাইয়ার চাকুরি হলে
প্রথম মাসের বেতনের টাকায়
কলেজের বকেয়া বিল পরিশোধ করবে,
মা একজোড়া কাপড় দিয়ে দু'বছর কাটালেন
বাবার পাঞ্জাবীটা মা-ই সেলাই করে দেন প্রায়–
বন্ধুরা খোঁজ নেয়-
কিন্তু আমার তো কিছুই হলো না–

টাকা জমিয়ে একটি মোটরবাইক কিনবো বলে
মাসিক কিস্তিতে কিছু টাকা রেখেছিলাম সমিতিতে
কিন্তু সাধারণ সম্পাদক ও ট্রেজারার দেশ থেকে উধাও!

৩.
অতঃপর সুমাইয়াকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে
তার আত্মীয় স্বজনদের চোখে অশ্রু
মুখে সরব ধ্বনি
'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না
মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারাসুলুহু'
লাশের খাটটি আমি স্পর্শ করে দেখি
এ যে পাহাড়ের চেয়েও ভারী,
ভেতরে সুমাইয়া
শুভ্র কফিনে মোড়ানো
কিন্তু আমি কাকে বলবো–
ভারাক্রান্ত আর বেদনাসিক্ত এই মনে
'সুমাইয়াকে আমি ভালোবাসি'
'ভীষণ ভালোবাসি'
স্বপ্ন ভাঙা এ মন নিয়ে
কার কাছে যাবো আমি
কার কাছে যাবো?

আহ্লাদী সংসার!

মেঘলা জান্নাত

কত মনের দরজায় কড়া নেড়েছি,
সমমনা পাবার আশায়!
মিথ্যে আবেগে বিপরিণতি শেষে...
তথাকথিত মনগড়া ভালোবাসায়!
কতশত অবয়ব, চেনা-অচেনা সব,
অনন্ত ইচ্ছেদের কথা বলেছি....
শঙ্কা আশঙ্কায়, কখনো ভয়ে আবার
কখনো সাহসী হয়ে পরে শুনেছি!
কত সম্পর্কের ব্যর্থতার গল্প, অল্প সময়ে,
সান্ত্বনা নিয়েছে আলপনায়...
ছোঁয়া-ছুয়ি প্রেমে মত্ত থেকেও দিয়েছে,
অন্যকারও ভাবনা কল্পনায়!
কত কবিতা পড়েছি, তৃপ্তি নিয়ে,
হারিয়েছি নিজেকে ছন্দে বহুবার...
ডানাকাটা মেঘ দেখেছে সে আবেগ,
তবুও ছাড়তে পারেনি আহ্লাদী সংসার!

প্রেয়সী

মোঃ মহসীন মিঞা

আকাশে ভাসে শরৎ মেঘের ভেলা,
বালু নদীর বাঁকে শ্বেত কাশের খেলা।
মৃদু-মন্দ বায়ে তুলে ঢেউয়ের লহরী,
তা-ধিন-তা-ধিন নাচছে ধবল পরী।
বাতায়ন খুলে রূপ দর্শনে বিমুগ্ধ কবি,

সোনালী পরশে অপশরীরে রাঙিয়ে দেয় রবি।
সে কী রূপ! আর রূপসীর প্রেম নিবেদন,
পড়তে পলক পাগল-পারা মোহিত এ মন।
লাইলী প্রেমে মজনু যেমন আত্মহারা,
চিত্ত আনচান পলক ফেলে না নয়ন তাঁরা,
দেখি বার বার মোর প্রেয়সীকে আরো বাংলার রূপ,
তুলনাহীন আমার কামিনী; সে কত অপরূপ!

চোখ

মোঃ সামসুল আরেফিন

তোমার চোখের জলের ভারে
ভারী যখন এই মনের দেয়াল
সেই দেয়ালের খসা প্লাষ্টারে
তোমার কথা তোমার খেয়াল।

জল ভরা চোখে তাকিয়েছিলাম
তোমার চোখের ঐ জলের বাকে
সেই নদীতে প্লাবন এলে
বুকটা ফাটে খরার তাপে।

কোন একদিন বৃষ্টি এলে
সেই বরষায় মুখ লুকিও
শুকনো বুকের দুঃখের স্রোতে
চোখ দুটোকে আবার ভিজিও।

চোখের কাজ তো ভিজে যাওয়া
কঠিন শীতেও বর্ষা আনে
অন্ধ যে চোখ দেখতে না পায়
তাও কিন্তু সে ভিজতে জানে।

চোখটা না হয় ভেজাই থাকুক
মনের দেশে বর্ষা আনুক
উর্বর থাকুক মনের মাটি
তবেই ফলবে কষ্ট খাঁটি।

পিচ্ছিল পথ

রফিক মুহাম্মদ

কতটা পিচ্ছিল পথ
এক সাথে উভয়েই
হাত ধরে হেঁটেছি,
কিন্তু, বাস্তবতার মহাযুদ্ধে
প্রেমময় সে হাত দু'টো আজ
আলগোছে আলাদা হলো;
বলো প্রেয়সি!
আদৌ কি সে হাত দু'টো আর
এক হবার ভরসা আছে ?

মধ্যরাত্রির মাতাল বয়ান

রাজিব রেনে

দিন শেষে জাগতিক যাতনা মাখা আমার খোলস
বেসিনে আয়নার সামনে দাঁড়ায়
আয়নায় প্রতিবিম্বিত হয় আমার মায়াবি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ চোখ
চোখের ভিতরে সমুদ্র
নিদ্রাহীন রাত পাশ কাটিয়ে লালচে চোখে রচিত হয় সমুদ্র পদ্য
পাড়ে আচড়ে পড়ে দ্রুত বেগে ধেয়ে আসা ঢেউয়ের মৃত্যুর শব্দ শুনি
দু'য়ে দু'য়ে চার মিলাই তাড়াহুড়ায় জীবন দ্রুত ফুরিয়ে যায়।

রাত গভীর হয় আলোর ফোয়ারার নেচে ওঠে ষোড়শীর দেহ
গবলেট ভর্তি রেড ওয়াইনে ভেসে ওঠে পাল তোলা জাহাজ
আলো আঁধারির ঘোরলাগা ছদ্মবেশী রাতে
অচেনা দ্বীপ ঘেষে নোঙর করা জাহাজ আপন মনে হয়
শত শতাব্দী আগে কার্বনহীন পৃথিবীর কোন এক কোণে
হয় তো পোতা ছিলো আমার শিকড়
তাই প্রলুব্ধ মস্তিষ্ক আঁকে অলীক ছবি
উদোম নৃত্যে করেছে তারা ঈশ্বরের আরাধনা
কামনায় আলিঙ্গন করেছে নারীর নগ্ন রঙিন কম্পিত দেহ
জাহাজ যাত্রায় আদিম পাত্রে ভাসিয়ে দিয়েছে নিজস্ব বর্ণমালার চিরকূট
কোমল ছন্দায়িত তরঙ্গে বয়ে চলতো তাদের জীবন
সম্বিত ফিরে পাই, দুঃস্বপ্নের চাকায় থেতলানো সকাল ফিরে আসে
সংবাদপত্রে চেয়ে দেখি শত শতাব্দী আগের বিলুপ্ত বর্ণমালার পাঠোদ্ধারে
ব্যস্ত এক দল বিজ্ঞানী...

ভালোবাসাহীন জীবন

রাজিয়া সুলতানা

ভালোবাসা সে তো সোনার হরিণ
যদিও বা আসে মরণ
তবুও সে দেয় না ধরা
মোর আকাশে কেবলই খরা।
ভালোবাসার বড়ই অভাব
যার যেমন স্বভাব
বহু অর্থ দিয়ে কি যায় কেনা
মন দিয়ে কি যায় চেনা?
আমার আকাশে শুধুই খরা
দুঃখরা সব দিয়েছে ধরা
ভালোবাসা সব গিয়েছে মরা
দাম তার খুবই চড়া।
কত টাকায় ভালোবাসা
কেনা যায়
ভালোবাসা ছাড়া জীবন
বড় অসহায়
আমি চাই ভালোবাসা
এটাই বেঁচে থাকার ভরসা।
জীবন যেখানে পাই যেমন
আকড়ে ধরে আছি তেমন
জীবনের প্রতি পাই না টান
আছে কেবলই মান অভিমান
ভালোবাসার তরে নিজেকে করছি আবিষ্কার
তবুও পাই শুধুই তিরস্কার
নিজের কাছে
সকলের কাছে।
মানুষ কতটা ভালো হলে
মানুষের ভালোবাসা পায় বলে
আমি দিতে চাই তার সবটা
তবুও মিলে যদি একফোঁটা।

গ্রহণ

রিফাত নিগার শাপলা

গ্রহণ লেগেছে চাঁদে
মানবতাহীন এই সমাজের
যৌক্তিক প্রতিবাদে!
গ্রহণ লেগেছে কালে
একবিংশ শতাব্দিটার
নৈতিকতার গালে।
গ্রহণ লেগেছে বোধে
শাস্তিযোগ্য অপরাধের
যথার্থ প্রতিরোধে।
গ্রহণ লেগেছে ভ্রূণে
চলন, বলন, আচরণের
শৈল্পিক গুণাগুণে ।
গ্রহণ লেগেছে সুখে
সংস্কৃতি অঙ্গনের ধারায়
ঐতিহ্যের বুকে।
গ্রহণ লেগেছে কূলে
সাম্প্রদায়িক সম্ভাবনায়
গণতন্ত্রের মূলে।
গ্রহণ লেগেছে পথে
দৃপ্ত শপথ, সততায় ভরা
অনুপম মনোরথে।
গ্রহণ লেগেছে মনে
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের
সফল উচ্চারণে।
গ্রহণ লেগেছে প্রেমে
শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা, স্নেহ
প্রীতিসুখ গেছে থেমে ।

আমি তোমাকেই দেবো ভোট

রিলু রিয়াজ

হাভাতের স্বপ্ন জুড়ে কেবলই ভাত
আমার সত্ত্বা জুড়ে শুধুই তুমি
তুমি এবং পৃথিবী-যদি বিভক্তিতে বাঁধে জোট
নিশ্চিত জেনো, আমি তোমাকেই দেবো ভোট।
অজানা এক নিঝুম দ্বীপের গল্প তুমি
মন মন্দিরে তোমার দু'টি শ্বেত পদ্ম
আজন্ম ফুটে থাকা-অনুষঙ্গ তুমি
রাগ-রাগিণীর গোলাপজলে পরিশুদ্ধ
আটপৌঢ়ে জীবন-তোমাতেই হতে চাই মত্ত।
তামার সিঁথির কুঞ্জবনে হারালো পথিক পথ
খোলা চুলের মাতাল ঘ্রাণে অনন্ত উৎসব।
খোলেনি খিড়কি-তবু মনটা লোপাট
স্পর্শহীণ স্পন্দনে লুটোপুটি মনের কপাট।

গোপনীয়তা

রেজাউদ্দিন স্টালিন

আঘাত যেখানে হোক
চোখ কেঁদে ওঠে,
রক্তে রুদ্র শোক
অশ্রু হয়ে ফোটে।

বাধাই দেয়াল নয়
অশ্রু নয় শুধুই বেদনা,
কী অর্থে বাঁচা কয়
কসে প্রণোদনা?

এতো হত্যা দুঃখদাগ
জন্ম তবে কেন দরকারি,
কারো কর্ম দায়ভাগ
নেবেন কি উত্তরাধিকারী?

জীবিত জিজ্ঞেস করে
মৃত্যুর পরের সরণি,
আর জানলে কী করে
তুমি এখনো মরোনি?

অনুভব

রেবা হাবিব

অনুভব করি নিঃশব্দ, চপল পায়ে
কারো উপস্থিতি!
জীবনটাকে বাঁশপাতা বানিয়ে
কমলা রঙের প্রস্তাবকে করেছি শুধু প্রত্যাখ্যান।
পৌষ মাসের কামড় পড়েছে যেন চৈত্র মাসে!
আর কাব্যসুত্র সাধনায় লিপ্ত নির্বাণ লাভের আশায়।
সুন্দরম...
পারলে এই শরতে কাশবনে পূজো দিও
সূর্যের আগে ঘুম ভাঙবে কি তোমার?
গোত্রহীন ঘুড়ির নাটাই
আর সবুজ ছিপে গেঁথে নিও শ্যাওলার সংসার।

ধানসিঁড়ি

রেবেকা রহমান

প্রকৃতি তোমার টেবিলে
কেন প্রাত্যহিক নিরামিষ ভোজ?
তৃষ্ণাটুকু লুকিয়ে জল লিখা হয়
বৃষ্টিসংখার সীমানায় দুটি চোখ..
চোখে গ্লাস আঁকা থাকে
অনতিদূরে..
ঈশ্বর আমি বিস্ময় আঁকি!
চুমুর চিহ্নে আশির্বাদ এলে
নাতিদীর্ঘ সাহস আকাশ পেরুবে হয়তো
হায় চিল, সোনালি ডানার চিল এই মেঘের দুপুরে
মন চায় কেউ ধানসিঁড়িটি আঁকুক..

অতঃপর ধ্রুবতারা

রোকেয়া ইসলাম

আমাদের অর্ধ প্রবাহিত সব নদীর নাম হবে-মৃত্যু বালুচর
ইলিশের স্বপ্ন ঝিলিকে অন্ধ হবে প্রতীক্ষায় থাকা ক্ষুধার্ত কৈবর্ত চোখ
মাতৃভাষা থেকে মুছে যাবে হারানো ধান-বীজ, লাবণ্য সুষমার গৌরব;
অংকন আর সত্যনিষ্ঠ চাষীদের ক্লান্ত গালগল্প
সোনা গ্রামগুলো জুড়ে আলোকিত জলশূন্য হাহাকার
ডিজেল বা ইউরেনিয়াম ২৩৫' নির্ভর...
শোকে নিরন্তর সন্তাপ করে সোনালী তন্তুর স্মৃতিময় আঙুলগুলোতে
সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসের ফেঁসে যাওয়া জ্ঞান গরিমায়
সূর্য ডোবা রঙ ছুঁয়ে আছে;
নিবির হীম স্রোতে প্রতিটি বাড়ির উঠোন থমথমে বাকরুদ্ধ
আমাদের সুপ্রাচীন বৃক্ষ এফিডেফিড করে বনসাই
শুনতে পাচ্ছো মৃত্তিকা? তোমার বালু নদী ঘেরা হাউজিং কোম্পানির কাছে...
প্রাণের শেকড় উপরে উতল জোছনার অপ্রাপ্তি নিয়ে বসে আছে
মৃত বীর্যধারী শব্দ পুরুষেরা
সুপ্রসবিনী নারীরাও ক্রমাগত বন্ধ্যাকরণ বিকলাঙ্গ কবিতা জন্ম দিতে দিতে
আজ ব্যথামুক্ত এম.আর.ডি.এন্ড.সি দিবস
৫৭টি রুমের রিসোর্ট, শীৎকার, আশ্লেষ আর ক্ষরণের মিথ্যে খসখস...
নদী, শস্যবীজ, ফুলের সৌরভ, মানব সৃষ্টির উল্লাস ঢেকে দেয় অদৃশ্য কালো কায়া
রাক্ষুসে যাগযজ্ঞে স্বপ্ন বোণা মেধা মনন ছুটি নেওয়া শুদ্ধ বাসনা
দুঃসময় গণনার প্রহর অন্তহীন
আজ আকাশে অনুপস্থিত শিল্পাশ্রয় ধ্রুবতারা...
কবিতার খোলা প্রান্তরে অনির্বাণ প্রতীক্ষায় আছি
নারী আর পুরুষের বার্থসার্টিফিকেট শিশুর মতো
যে কথা বলবে গণমানুষের কণ্ঠে
গুম খুন ডেডবডির ফিসফিস;
অব্যক্ত অনুযোগ আর দীর্ঘশ্বাস যতো...

জাতি জাগে সংস্কৃতির স্কন্ধে

লুৎফর চৌধুরী

দেশে কী বিদেশে
আশা খুঁজি ভাষা খুঁজি
খুঁজি পরিচয় হারিয়ে
তারপর একদিন স্কন্ধে বন্ধে
ছন্দে কী আনন্দে
মিশে যাই জাতি হিসেবে দাঁড়িয়ে।
পাশাপাশি আমরা কী আলহামরা
প্রীতি এবং স্মৃতিতে
শক্তির বন্ধনে মাখি ফুল চন্দনে
একই জাতি সংস্কৃতিতে।
রীতিনীতি রীতিনীতি
আমাদের সম্প্রীতিতে
ঝংকৃত হৃদগীতিতে
জাতি জাগে ভালোবাসা প্রীতিতে
যুগে যুগে পূর্ণিমাতিথিতে।
অশ্রু কী শোণিতের বাহনে
বাঙালির সাতকাহনে
জেগে আছি তীব্র দহনে
জাদুমায়ার গহনে।

গেলাম অথবা ফিরলাম

শ. ম. জামান

জাগতিক সব ভুল শূন্য মাধ্যমে
ছুটে যাই ঈশ্বরের কাছে,
গ্যালাক্সি থেকে ধার নিয়ে তারা
মালা পড়িয়ে দেই পাহাড়ের পাদদেশে।
পলকে প্যারিস হয়ে ছুটে যাই মিশর,
অবুঝ শিশুর কান্না থামিয়ে
খাইয়ে'দি ক্রিম মাখানো রুটি।
বারমুডায় যুদ্ধ জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে
ঘরে এসে দেখি হাড়িতে ভাত নেই
ভাই বোনে বিশ্বাস নেই, সব ভুল।

চৈত্র মাসে অভাবের দিনে বাবা বলেছিলেন,
বাছা ভাবিসনে, বোশেখ এলে অভাব দূর হবে
সোনা ধান উঠবে ঘরে আহা কি আনন্দ !!
বলেছিলেন, তোর আপন মানুষরা কষ্ট দিবে বেশি
তাদের ভুল বুঝিসনে বাবা, ক্ষমা করে দিস।

বাবা, পৃথিবীতে মানুষ নেই
সব শয়তানির প্রেতাত্মা।
তুমিতো গেছো সেই কবে?
আমিও আজ গেলাম অথবা ফিরলাম।

বিবর্তন

শরিফ উল্যাহ

তোমার কবিতার থিমটা খুব সুন্দর, প্রাসঙ্গিক।
আমার খুব ভালো লেগেছে,
শব্দ গাঁথুনিতে যদিও ত্রুটি আছে,
তবু আমার লোভ হয়েছে-
কবিতাটা আমার চাই।
আমাজন পুড়ছে, পুড়ছে অক্সিজেন,
পুড়ছে হাড় কলিজা হৃৎপিণ্ড,
সেই কবেই পুড়ে গেছে মন,
৭ মার্চের ভাষণ কে মনে রেখেছে স্মরণ?
নীতি আদর্শ, শালীনতা চর্চা হয় না,
গুরুজনে কর নতি-
এমন নীতি আর দেখা যায় না।
ধূপধুনার পরিবর্তে
গাঁজা আফিম সিগারেট খুব পরিচিত।
আমার কবিতার শব্দরা কবুতর হয়ে
আকাশে উড়ছে,
আমি ধরতে পারছি না,
তুমি পারো তুমি লিখে যাও,
তোমার কবিতা আমি চাইই চাই।

যায় হারিয়ে

শাহানারা ঝরনা

মন খারাপের গল্প এবার থাক
চলো দুজন বসি মুখোমুখি
রিংটোনেতে নাই বা বাজুক সুর
করবো মনেই রঙের আঁকিবুঁকি

প্রতিদিনই মেসেজ আসে কতো
মন্দ ভালোয় ই মেইলটা হয় ভারি
সময়টা যে ব্যস্ততাতেই ঘেরা
চাইলে কি আর জবাব দিতে পারি?

অপর বেলায় কল্পনারা এসে
দেয় ভিজিয়ে আশার সবুজ পাতা
সুখ বিরোধী দুঃখগাথা নিয়ে
বৃথাই ভরে হৃদয় খেরোখাতা

জল বিরহে নদী কাঁদে যখন
আমরা সবাই কপট ব্যথায় হাসি
কিন্তু আবার যৌবনা জল নদী
জলোচ্ছ্বাসে হয় যে সর্বনাশী

আমরা সাজাই সখের দৃশ্যগুলো
সেলুলয়েড মন ক্যামেরা জুড়ে
ভাদ্রপদী দুঃখ ব্যথায় ভিজে
কারো স্বপন যায় হারিয়ে দূরে

ভাইরাল হয় লক্ষকোটি খবর
গরীব দুখীর তাতে কি যায় আসে?
জলের ভেতর ঘর বসতি নিয়ে
দূর্দশাময় জীবন ভেলা ভাসে!

পৃথিবী ভেসে যায় ভরা পূর্ণিমায়

শাহানা রশীদ শানু

জোছনার রঙ মিঠে --
এ আকাশ এ বাতাস-দ্যুলোক ভূলোক বিস্ময়
স্বর্গের চেয়ে সুন্দর-দৃষ্টিতে ঘোর তন্ময়।
সোনালী বৃষ্টি ঝরে-রাতের পৃথিবীতে
ভেসে যাই ভরা পূর্ণিমায় গহীন নদীতে ।

হৃদয়ে কাটা ক্ষত-তবু ভালোবাসায় নির্ভয়
নিরবতায় অনুরাগ বুঝি পরম মোহময়।
আলোর জোয়ারে আসি কালো দ্বীপে ভাসি
মৃত্যুম্লান অন্ধকার ভেদ করে চেয়ে আছি।
ফুলের ভেতরে-কীট কন্টকে অভিনয়
বিশ্বাস অবিশ্বাস জল্পনায় ভীত সংশয়।

কালাতীত আঁধারে কে সে করে নিরীক্ষণ ?
আঙ্গুলে মৌনতা তুলি কেন নিগূঢ় আন্দোলন ?
গহীন নদীর মাঝে অথৈ পূর্ণিমায় অসহায় নারী
সাথী তো সাথেই ছিল-লুকানো হাতের ছুরি-
আমূল গেঁথেছে পিঠে !!

ছোট্ট একটি মশা

শামীম পারভেজ

ছোট্ট একটি মশা
কি ক্ষমতা তার
বহন করে রোগ
'ডেঙ্গু' নাম যার
'ডেঙ্গু' মিশিয়ে রক্তে
পাতে মরণের ফাঁদ
ছোট্ট একটি মশা
নেয় আনন্দ স্বাদ
ছোট্ট এই মশাকে
সবাই পায় ভয়
একে করতে ধ্বংস
এতো সহজ নয়
ছোট্ট মশাকে নিয়ে
কতো তোলপাড় আজ
স্প্রে ধূয়া ছড়িয়েও
হচ্ছে নাতো কাজ
ধনী গরীব বুঝে না
বসে সবার চামড়ায়
সুযোগ বুঝেই মশা
ইচ্ছে মতো কামড়ায় ।

পরিবর্তন

শামসুল বারী উৎপল

ক্রমাগত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে
নিজের উপর আমার নিয়ন্ত্রণ,
চাপা পড়ে যাচ্ছি ক্রমাগত
দূর্ভেদ্য দেয়ালের করিডোরে
ভেঙে গেছে শক্ত হয়ে থাকা
ইউক্যালিপ্টাস পায়ের পাতা।
যে আমি কোনদিন ভুলে যাইনি
আমার আমিকে
সেই আমিই আজ
অনিশ্চিত যাত্রার দিগন্ত রেখায়
স্থবির আজ প্রশ্নবোধক চিহ্নের নীল জালে।
সাবলিল ভঙ্গিতে প্রশ্ন করছি
"শামসুল বারী উৎপল নামের
কাউকে কি দেখেছেন কোন খানে"?

শরতের রাত

শাহীন ভূঁঞা

কী সুন্দর এই রাত যেন স্নিগ্ধ মায়াবী জ্যোৎস্না
কুমারী চাদরে ঢাকা পড়ে আছে আমার আবাস;
কাশফুল চারদিক, চোখে ছায়া যেন পড়ে কার,
বাসনার বক্ষমাঝে প্রণয়ের তৃষ্ণার্ত প্রকাশ।
দখিনা জানালা খুলে দেখি শিউলি ফোঁটা বাগান
সুপ্রসন্ন হাসি হেসে ফুটে আছে সহস্র সম্ভার;
যেন আজ বাজে মনে সুমধুর কোনো প্রিয় গান
সেতারের তারে তারে প্রায়াসন্ন শব্দের ঝংকার।

স্নিগ্ধতার পূর্ণতায় কেটে যায় এ জ্যোৎস্নার রাত,
শিশিরের ফোঁটা ঝরে সুডৌল সবুজ দূর্বাঘাসে;
হৃদয়ের অন্ধকার ভেঙে ফেলে নীলাম্বরী চাঁদ
ছড়ালো নাচের মুদ্রা ব্যাকুল বাসনার বাতাসে।
যৌবন উঠলো জ্বলে এই নিমীলিত দুই চোখে,
বক্ষের ভেতর বাজে বিশুদ্ধ বাতাসের নূপুর;
স্বর্গ থেকে নেমে এলো প্রেমের দেবতা হাসি মুখে
কামনার শিহরণে বাজায় মনে সিম্ফনি সুর।

স্বীকারোক্তি

শাহীন রেজা

তোমার ভয়ে মুঠোটা আগলে আছি,
যদিও জানি রোদশুঁয়োপোকা জাপটে ধরলে
তুমি আড়াল চাইবে।
কি করবো বলো, প্রজাপতিগুলো সকালে শিশির হয়
তো দুপুরেই ঘুঘু আর বিকাল নামতে শুরু করলে
তাদের দেহে জমতে শুরু করে চাঁদমেঘ।
আমরা কতকাল মাতিনা জোছনাস্নাণে,
বসন্ত পোলের উপর থেকে তোমার ছায়া
কাটে না জলের শরীর, সেও বহুদিন।
ভালোবাসায় ধূলো জমলে তাকে ঝাড়পোঁচ দিতে হয়,
পানিতে কাপড় ঠেসে নিংড়ে
নিংড়ে মুছে ফেলতে হয় সব ময়লার দাগ।
তোমার ভয়ে আজও খুলিনি মুঠো,
শক্ত প্যাচের মাঝে হামাগুঁড়ি দিতে থাক
বোধনের আধুলিসিকি; চেনা গুপ্তধন।

এসো নিবিড় নৈকট্যে

শিউলি আখন্দ

কি নিবিড় নৈকট্যে তুমি আসো
কাছে বসো, রাখো হাতে হাত
অতঃপর চোখে রাখো চোখ
দেখো আমাকেই অপলক,

আমি কি তোমার ছিলাম না আছি
জানো কি ভাবে?
ভালোবাসি সেই কবে থেকে জানোতো
কিশোরী ছিলাম যবে,

এই মন তোমার, দিয়েছি যা
আজো তা তেমন
কোনো রঙে রাঙেনি কখনো
আজো যা এমন,

ভালোবাসা অবিনশ্বর যা দিয়েছি
তোমায়, যতটুকু দেবারথ
এবার আমারে নাও হে প্রিয়
প্রিয় হে আমার,

থরোথরো কম্পিত এ হৃদ
মন কেবলই তোমার তরে হয় উন্মন,
নাও তবে দাও তবে অমৃত অপার ভালোবাসা বুক ভরা বুকের মাঝার,

হাত পেতে আছি
করপুটে রাখো হাত,
নিবিড় নৈকট্যে থাকি
নিঃশ্বাসে বয়ে যাক
জলরঙা জলের প্রপাত।

মানুষ তো

শিফফাত শাহারিয়ার

আমি আর বারবার বাসা বদল করতে পারি না
পুরানো বাসাই আমার ভালো
এই অন্ধকার অবিচার নিত্য ঠোকাঠুকি
আমার চেনা সিঁড়ি
আঙ্গিনায় ঝোপঝাড়
আমি চোখ বুঁজে বলে দিতে পারি
আমি অনায়াসে বলে দিতে পারি
কোথায় পুকুড় পাড় কোথায় খামার
বুকের ভিতর কটা ঘর
আমি এখানেই কাটাকুটি খেলতে পারি
ইচ্ছেমতো দুয়ার খুলতে পারি
খিল দিতে পারি
আমি এখানেই সহজ হয়ে শুয়ে থাকতে পারি
মাকড়সার ঝুলে আমি দোল খেতে পারি

আয়না

শেখ সাদী মারজান

প্রতিদিন একবার আয়নার সামনে দাঁড়াই
ঘর থেকে বের হবার ঠিক আগ মুহূর্তে
আয়নাতে নিজের মুখ দেখি
এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করি
কপালের কাঁটা দাগটাও দেখি
একটি ব্যর্থ অবয়ব দেখি
সবকিছু পরিষ্কার দেখি
খুঁতগুলো দেখতে পাই নিখুঁতভাবে
অথচ শোধরানো হয় না কোনোদিন
কাচের আয়না এতো কিছু দেখায়!
আমি শুধু দেখি, শুধুই দেখি।

স্তব্ধতা তুমি অচঞ্চল হও

স. ম. শামসুল আলম

স্তব্ধতা, তোমাকে আজ বড় বেশি অস্থির লাগছে
নিয়ম ভাঙার দলে তোমাকে পেলাম
চঞ্চল ঝরনাকেও হার মানিয়ে ছুটছ দুর্দান্ত আবেগে
আমি হতবিহ্বল তোমার আচরণে
নিরুপায় ভাসমান একজন ঢেউয়ের স্তনাগ্র ছুঁয়ে
কোন সমুদ্রে অবগাহন জানি না কিছুই
আমার সমস্ত সম্ভাবনাকে তোমার কাছে জিম্মি রেখেছি
স্তব্ধতা, তুমি অচঞ্চল হও
আমাকে আমার স্বপ্ন থেকে অপসারিত কোরো না
আমাকে আমার থাকতে দাও
আমি এই দুরন্তপনা থেকে অনেক দূরে অবস্থান চাই।

ভালোবাসার স্বর্গশহর

সজীব মোহাম্মদ আরিফ

তোমার মনের পাড়ায় আমি প্রতিবেশি হবো
তোমার মনের চিলেকোঠায় বসত গড়ে রবো।
মনের সাথে মনের কথা সুখের আলাপন
দুষ্ট মিষ্ট খুনসুটিতে রঙিন সারাক্ষণ।
দেখা হবে স্বপ্নডাঙ্গায় কথা হবে প্রাণে
মিলন হবে গুলবাগিচায় বিমোহিত ঘ্রাণে।
জন্ম নেবে নতুন সকাল আসবে যখন ভোর
খুলে রেখো মনবারান্দা অন্তরের সব দোর।

আসবো আমি ভাসবো দুজন প্রেমের সাগরে
ভালোবাসার স্বর্গশহর প্রাণের নগরে।
রেখে যাবো স্বর্ণস্মৃতি আসবে নব সৃজন
তুমি আমি চলে যাবো সাজিয়ে এ ভুবন।

বিরহী-বিষণ্নতা

সালমা খানম

যদি বিষণ্ন কোনও বিকেল
মাটির নিকানো উঠোনে
নিয়ে আসে প্রতীক্ষার প্রমীলা প্রহর।
যদি পৃথিবীর পথে লেখা হয় প্রিয়ার নামের অক্ষর
তবে নিয়ন আলোর শহর ছেড়ে
কবি-এসো অলকানন্দা তীরে--
সেখানে বিছানো আছে একফালি মায়ার সানকি ভরা মেঠোপথ
ফেলে আসা মিঠে স্মৃতি ...
তারপর?
তারও পর আরও মুগ্ধতা
না বলা কথার নীরবতা
আনত-নয়না মধুমতী-কন্যা
না বলা যত কথা--
কী কথা?
অনামী ফুলের মতো সুবাসিত ভোর
ঘুঘুর ডাকের মতো অলস নিদ্রাহীন প্রহর
কমলারঙ রোদে হেলান দেয়া লাউয়ের মাচা...
আর?
বিরহী বাতাস-গন্ধে ম ম আবেগি বকুল
এলেমেলো মেঘের থমকে যাওয়া
সরু কোমরের মতো বাঁক;
অশ্রুত বাঁশির সুর; বউ কথা কও পাখির ডাক।
এমন এক কোলাহলময় বিকেল বিক্রি করে
পাতার সবুজে সবুজে রুয়ে দিই নীরবতা
তারও পর রয়ে যায়-- রয়ে যায়---
ঘুমঘুম প্রেয়সী-চোখে সমান মুগ্ধতা...

শরতের নীল জোছনায় দুজন দুজনা

সায়লা সুলতানা সুমী

দুজনা মিলে ভাসাবো তরী
ঐ নীল পদ্মের বুকে
হারিয়ে যাবো শরতের নীলে
ভাসবো দুলে দুলে।
বৃষ্টি ভেজা মন মাতানো
রিনিঝিনি সুর ছন্দ তালে
হারাবো দুজন; দুজন দুজনার
হংস মিথুন হয়ে।
সাদা মেঘের লুকোচুরি খেলায়
মন মাতাবো মেঘের শুভ্র ভেলায়।
ঐ মুক্ত নীল গগণে
ভলোবাসার বাহু ডোরে
মেঘবালিকা হয়ে রংধনুর
প্রেমের সপ্ত রঙে রাঙাবো
তোমার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে।
রাতের নীল জ্যোস্নার
শুভ্র আলোয় ময়ূর পঙ্খিরাজে চড়ে
তোমার বুকে একটু প্রশান্তির খোঁজে
সিগ্ধ নীলিমায় ভিজাবো গা
শুধুই তোমায় ভালোবেসে।

দুর্ণিবার

সৈয়দ আজিজ

আমি ছুটে চলা এক নদী, ধরণীর বুক চিরে
চলি খরস্রোতে বেগে চপলে নৃত্যে, নাহি জানি চলা ধীরে
কত প্রান্তর, কত মাঠ-ঘাট, হাট-বাট পিছে ফেলে
ছুটি তালে তালে বিদ্যুত বেগে মৃত্যুর খেলা খেলে
বহ্নির মতো তন্বীর বেশে ছুটি এলোকেশে হেসে
কত দিবাকর, ভানু-ভাস্কর,যায় হেসে ভালোবেসে
আপনার তালে চলি আমি একা আপনার গীত গেয়ে
ভ্রুক্ষেপহীন জন্মস্বাধীন, ছুটে চলি বেগে ধেয়ে
রংধনু লুটে এই বুকে ভাই আবিরের রং মাখি
বৃষ্টির জল খেলে খেলা ছল, কল কল কল ডাকি
নীল আকাশ তার নীল মেখে দেয় অসীমের মায়া ভুলি
আমি ছুটে চলি বন্ধনহীন, আপনার সুর তুলি
নাহি ক্রন্দন, ছিঁড়ি বন্ধন-ছন্দের তালে নাচি
আমার তুলনা আমিই শুধু, নহে কারো কাছাকাছি
দুঃখ বেদনা নাহি কভু মোর সুখে ভরা দিবানিতি
মানুষের তরে এই বুকে ভরা সীমাহীন সম্প্রীতি
দিতে জানি আমি, নিতে জানি নাকো ক্ষিপ্র দরাজ দিল
মন্দাক্রান্তা, মন্দাকিনী, কারো সাথে নেই মিল
কত নীপবন, ঘন উপবন তপবন পিছে ফেলি
ছুটিয়াছি আমি নিত্য পাগল জলকেলি খেলা খেলি
ধ্বংসের আমি মহাভয় ভীতি সৃষ্টির নীলাচল
অন্তখানি প্রেমময় সদা, চঞ্চল উতরল।

ফিরে দেখা

সোনিয়া কাদের

গতি সামনে তবু কেবলই পিছনে হারাই
তোমার শক্ত হাতে হাত বাড়াই
চল-না, প্রথমের দিকে ফিরে যাই
স্মৃতি ঝুড়ি নাড়িয়ে
যেতে চাই হারিয়ে
রিকশায় ঘন হয়ে বসে
ভিড়ের পাবলিক বাসে
সুখ স্রোতে আবার ভাসতে চাই
চল-না-চল ফিরে যাই
রমনার বেঞ্চি বা ঘাসে
কলা ভবনের আশে পাশে
বাদামের খোসা বন্ধি হৃদয়
ভেঙ্গে খেয়ে কাটাব সময়
মুটো মুটো সুখ ফিরে পেতে চাই
চল-না-চল যাই, ফিরে যাই ।

বিশ্বাস

সোহেল মল্লিক

স্ত্রী কয়েকদিনের জন্য বাপের বাড়িতে গেছে
এই সুযোগে স্বামী তার অফিসের
মহিলা কলিগকে বাসায় এনে তুলেছে।
আনন্দ-ফূর্তি সবই চলছে-এই ফাঁকে
যেকুকুরটা অনেক বছর ধরে
বাসার পাহারায় ছিল-সে পালিয়ে গেছে।

অনন্ত বিরহ

সোহেলী পারভীন মুক্তা

অনন্ত বিরহ লোকে
তন্দ্রার সাথে
পেয়েছিনু তোমারে!
বেশী কিছু চাই না আমি
তোমার কাছে।
তোমার বুকে ক্লান্তি শেষে
মুখ লুকিয়ে কাঁদতে দিও।
রাখতে দিও তোমার চোখে চোখ
ভালোবাসায় ভরে দিও
শূন্য এ মন।
আমার এ হাত ধরে নিয়ে চল প্রিয়া
যেখানে হারিয়েছি আমার হিয়া।

সিঁদুরে মেঘ

স্বরূপ মণ্ডল

ভেঙে যাওয়ার আঁচ পাই
যেনো ঘর পোড়া গরু

আগুন দেখেছি গোয়ালিনী
লেলিহান শিখা
তার হন্তারক মহাকোষ
জ্বলন ভাষায়
জীবাণু অবস্তুবাদ

ছুটে যায় দর্শনা রেলস্টেশনে
রেলগাড়ির বাষ্পীয় উন্মাদনে

শুভ্রতার প্রতীক

হাসিনা আহমেদ

শরতের এক শেষ বিকেলে হাঁটছি দুজনে মিলে
গাঁয়ের মেঠোপথ ধরে
কাশফুলগুলো বিছিয়ে রয়েছে
পথের দুপাশ ঘিরে
নীল জমিনে শুভ্রবসনা ললনারা
হেঁটে বেড়াচ্ছে আনমনে
কী তাদের মায়াবী রূপ!
নীলাকাশে সাদা মেঘের ভেলায়
কেউবা লখিন্দর সেজে ভেসে যেতে চায়
সঙ্গে তার প্রিয়তমা রমণী
কী করে সামলায়!
মেঘের ভেলায় সেজেছে সে এক
দুর্বার সাহসী সৈনিক।
রোদেলা আকাশ হঠাৎ মেঘ-বৃষ্টির অন্তরালে
লুকোচুরি খেলে কখনো বা রঙ বদলায়
সাদা চাদরে ঢেকেছে সবুজ প্রান্তর
নীলা আর সবুজে মিশে একাকার
শিউলি-কামিনী-বেলি-টগর-চাঁপা ও বকুল
আরো আছে কতো নাম না জানা সাদাসাদা ফুল
ফোটে এই শরতে ---
সাদা ফুলেফুলে ছেঁয়ে গেছে চতুর্দিক
শরত যেন এক শুভ্রতার প্রতীক।

পাখিরে তুই

হাসিনা ইসলাম সীমা

চৈতি আকাশে পাখি আমার গেল উড়ে
গোমট বাতাসে বাড়ি আজ শূন্য করে
হৃদয় ভেঙ্গে টুকরো হলো
আলোরা যে সুদূরে পালালো।
কষ্টেরা আজ বৃষ্টির সাজে
হৃদয়াঙ্গনে সানাই বাজে
আশা-নিরাশায় চৌচির মৃত্তিকা
নিভৃতে কাঁদে শুষ্ক বালুকা
সে ছিল যে শুধুই আমার
তার বিহনে সবই অপার।
আমার মাঝে আমি হীন
সবই তারে করেছি বিলীন
ফাঁকি দিয়ে উড়ে গেল
ভালোবাসা অমলিন।
কত কথা কত যে ব্যথা বুকের গহীনে
পিঞ্জিরায় জাগরণী হিমেল হাওয়ার তোরণে।
পাখিরে তুই কবে আসবি
আগের মতন আমারি হবি !
জীবনভর বসে রবো
আমি শুধু তোরই হবো
সুখে দুঃখের ভাগ দিবো
মরণবিষে তোর বুকেতে ঘুমিয়ে যাব।

অপসৃত ছায়া

হালিম নজরুল

আলোর সন্ধানে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম
একটি জ্যোতির্ময় শহরের দিকে।
তোমার গায়ে তখন আতরের ঘ্রাণ
পায়ে নুপুরের বাজনা।

আমি নিঃশংকোচে ত্রাণ নিতে নিতে
পৌঁছে গেলাম একেবারে ল্যাম্পপোষ্টটার নীচে।
তারপর! তারপর বুঝলাম তুমি অন্ধকার ভালোবাসো।
ঘড়িটা আমাদের চোখ ফেরালো বিপরীত মেরুতে।
অতপর আমাদের ছায়াদুটো বড় হতে হতে
একদিন হাওয়াই মিলিয়ে গেল
ঠিক কৈশোরে দেখা পূবাকাশের রকেটের মতন।

এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ নয়

হারুন অর রশিদ হিটলার

ক্ষমা করো বন্ধু...
তোমাকে দেওয়ার মত হলুদ গোলাপ
অবশিষ্ট নেই কোন বিলাসী বাগানে।
যখনই কোন হলুদ গোলাপে বাড়িয়েছি হাত
গোলাপগুলো আর্তস্বরে বলেছে---
আমি ধর্ষিতা মহাকাল!
আমি আশির বিসালী পরিহাস।

ক্ষমা করো বন্ধু...
আমার ডেঙ্গু আক্রান্ত আকাশ তোমায় দিলাম
সঙ্গে দিলাম ধর্ষণলব্ধ দীর্ঘ রক্তাক্ত জনপদ।
অনৈতিক হত্যার দ্বায় নেবে কি কিছুটা?
সম্ভম হলে ত্রিশ হাজার সম্ভ্রমের আকুতি?
আমি তো বধির হয়ে আছি একাত্তর পরবর্তী
লক্ষ লক্ষ সম্ভ্রমের আত্মচিৎকারে।
তারা আজ আবার ধর্ষিত, মর্মাহত, লজ্জিত।

কি করে বলি বন্ধু!
অবশিষ্ট হলুদ গোলাপের অপেক্ষায়
তোকে আর ছোঁয়া হবে না এ জীবনে!!
কসম, তোকে ছুঁলেই--
কোকিয়ে উঠবে---নুসরাত-তনু-মহিমা!
শিউরে উঠবে ত্রিশ হাজার নির্যাতিত সম্ভ্রম।
অথচ, আমি জানি-
এই ধর্ষণলব্ধ মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ নয়!

সুখি

হৃদয় লোহানী

ও বাতাসী, ফিরতি এটরু দেরী হইয়া গেইল গা
আইজ তোরে খুউব ফাইন দেহাইতাচে
নয়া কাপুর পরছু, এক্কেবারে ছিল-ছিলা দেহাইতাচে
সারা গতর তোরে টর্চ মারি দেখতি ইচ্ছে করতেচে
আল্লাহ্‌র তো খাইয়া কাম নাই- তোরে এত রুপ দিচে ক্যান
মোক দে না এটরু- আঙুলের ফান্দিত দি-
যেরোম রুপ সেরোম থাকপহানে
আইজ যদি পূর্ণিমা উঠে-সেলে জন্মের ভালো অয়
তুই আর মুই-এই রাত্তির তামাইত বইসকা থাকপহানে-
তুই হইলগা সন্দে সন্দি আইচিছ, ক্ষিদা লাগচে
তত্ত রুটি ছিল ডাইল ডুইল ছিল সেয়া শেষ হইয়া গেচে
এক খোলা পিঠা আচে, ধান আচে, এয়া ছাড়া আর কিচ্ছু নাই
কিচু লাগলে কইলুম-বেশি কিছু দিতে পারবোনানে,
এক খোলা মুড়ি ভাজি-সেইর পর তোরে নিয়া গান বাধবোহানে
তোর লগে মোড় কতা আচে
মুই সদায় পাতি করতি গিয়া তোর জন্নি
রুপার বিছা কিনগা আইনগা থুইছিলাম, এয়া পরলি
তোর রুপ চান্দের লাহান লাগবোহানে
ও বাতাসী, তুই আর তহন বাতাসী থাকপোনানে
ফিল্মের নায়িকা গো লাহান তোরে আরও ফাইন দেহাইবোনে
রুপ ঢাইলগা পরবোহানে তামাম দুইন্যা জুইরা
ফির, এত রুপ- মুই কনে থুই
ও বাতাসী, এত রুপ মুই কনে থুই...

আমি ঘুমিয়ে থাকি আমার কবরে

হুমায়ুন আইয়ুবী

মনে পড়ে তখন ছিলো হেমন্তকাল
আমি ঘুমিয়েছিলাম আমার কবরে
দোলনচাঁপা আমার প্রেমিকার নাম
সে এসে ডেকেছিলো আমায়
সে এসেছিলো আমাকে নিয়ে যেতে
আমি ঘুমিয়েই ছিলাম আমার কবরে।

সে ফিরে গেল আমার মায়ের কাছে
সে ফিরে গেল আমার বোনের কাছে
সে ফিরে গেল আমার ভাইয়ের কাছে
তাকে গ্রহণ করলো না তারা কেউ
তার চোখে আজ শুধু ব্যাথার ঢেউ।

সে প্রার্থনা করলো প্রভুর কাছে
প্রভু তার প্রার্থনা ফিরিয়ে দিলো
সে প্রার্থনা করলো শয়তানের কাছে
শয়তান তার প্রার্থনা ফিরিয়ে দিলো।

সে মৃত্যু চাইলো আজরাঈল এলো না
সে বেঁচে থাকলো দুঃখ নিয়ে
আমার কবরের পাশে কবিতা তেলাওয়াত
করে করে তার দিন কাটে
আমি ঘুমিয়েই থাকি আমার কবরে।

আমিতো ছিলাম

হোসনেয়ারা বেগম

বাতাসের গায়ে ঘ্রাণ শুকে শুকে
অন্তহীন দ্রাঘিমার পথ-প্রান্তর ঘুরে
পেয়েছ কি সহস্র শতাব্দীর কাঙ্ক্ষিত সেই
রমনীয় সৌরভ
কিংবা মেঘের শরীর ছুঁয়ে একবিন্দু জল?
অপ্সরীয় চন্দ্রালোকে ঘষে মুখ
হয়ত পেয়েছ টানটান উন্মাদনা সুখ
পেয়েছো কি প্রেয়সীর সুধাময় লাবণ্য তিলক?
সাগর সঙ্গমে বিক্ষিপ্ত ঊর্মিদোলায় খুলেছো
খেলেছো জলকেলি যতবার
সাগরতলের ঝিনুক খোলে মুক্তো দেখেছ একবার?
নদীমোহনায় অপেক্ষায় থেকে সহস্রকাল
আসেনি তো সোনার ময়ূরপঙ্খি নাও
বাতাসে উড়িয়ে পাল দিগ্‌বদিগন্তে খুঁজে
পরিশ্রান্ত তুমি ভালোবাসা করেছো নিলাম
অথচ নিজের ভিতরে খুঁজে দেখনি একটিবার
আমিতো তোমার অন্তর জুড়েই ছিলাম
জীবনকে ছুঁয়ে মৃত্যুকে ছুঁয়ে অনন্তকাল!